প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৪ ◆ ২২ - ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে স্বর্গদূত
(একটি বাইবেলীয় সমীক্ষা)

মহাদূত মাইকেল

মহাদূত গাব্রিয়েল

মহাদূত রাফায়েল

দরিদ্রদের পাশে পথচলায় বাংলাদেশ মণ্ডলী

১৬ বছরের সময়ান্তে...

যোসেফিন বীণা কোড়াইয়া (বীণাদি)
নতুন কোড়াইয়া বাড়ি, হাসনাবাদ
জন্ম : ১৮ মে, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

"দু'দিনের এই পান্থবাসে
কিসের আশায় আছিস মিশে
বেলা শেষে খেলা ফেলে
যেতে হবে যে ওপার"

হ্যাঁ, বেলা শেষে খেলা শেষ করে 'বীণাদি' ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন ১৬ বছর হয়ে গেলো। স্বপ্ন, আশা আর প্রতীক্ষা আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে, স্বপ্ন দেখে, আশায় বুক বাঁধে আর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলে। কিন্তু আমরা? 'বীণাদি'-একটি নাম, একটি সোনালী অতীত, একটি সত্তা - যে সত্তাটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মিশে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের মাঝে। ২০০৮ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এই দীর্ঘ ১৬ বছরে আমরা তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলতে পারিনি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, আমাদের কর্মপথ, আমাদের জীবনপ্রবাহের প্রতিটি ধাপে তোমার পদচারণা আমরা অনুভব করি। কিন্তু তুমি কোথায়? ভগবানকে বলি, যদি তোমাকে তিনি নিয়েই যাবেন তাহলে তোমাকে তিনি কেনইবা পাঠালেন? তোমার অসমাপ্ত অনেক কাজই আমরা সমাপ্ত করতে পারিনি। হয়তো তোমার মত কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা জ্ঞান স্রষ্টা আমাদের দেননি।

পেশাগত জীবনেও তুমি সফল শিক্ষক। কারণ তোমার হাতেগড়া শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের গণ্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তারা কেউ তোমাকে ভুলতে পারেনি। আচ্ছা, আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে তুমি কেমন আছো? ওখানে ঠাকুরমা, ঠাকুর দাদা, পাপা-মা, পিসিমা-পিসা, নানা-নানু, মাসী-মেসো, ভাই-বোন, বান্ধবীরা, আপনজন, তোমার আদরের শাঁখী, রিকি সবাইকে পেয়েছো। আর আমরা এখন তোমার কাছে অনেক-অনেক দূরের মানুষ তাই না?

পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই তুমি যে স্থানটি জুড়ে ছিলে তা এখনো শূন্যই রয়ে গেছে। কাজ, জীবন সমস্তই চলমান – শুধু তুমি নেই। জানো, হঠাৎ করে কখনো মনে হয় তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসার আছে, কোন না পাওয়া জিনিসের খোঁজ হয়তো তোমার কাছেই – কিন্তু হায়রে বিধি! ওপারের বাসিন্দাদের কাছে যাওয়া তো কোন সহজ বিষয় নয়। ভিন্ন পৃথিবী, ভিন্ন পথ-সম্পূর্ণ ভিন্নতায় পরিপূর্ণ তোমার গন্তব্য।

তোমার সাথে আবার কবে আমাদের দেখা হবে জানি না। তারপরও আশা থেকে যায়, স্বপ্ন দেখে যাই, অপেক্ষার প্রহর গুণে চলি তোমার সান্নিধ্য পাবো এই প্রত্যাশায়।

তোমারই আদরের –

রবেন-জেরী, ডেমিয়েন-রেমা, জ্যাকি-কণা, রেমন্ড-খ্রীষ্টিনা, সঞ্জীব-জেসি,
তন্ময়-আঁখি, সৃষ্টি, স্নেহা, অর্ঘ্য, অভয়, জগত ও রেইনার্ড

বিজ্ঞ/২২১/২৪

অনন্ত ধামে বাবার ২৫টি বছর

প্রয়াত নির্মল ক্লেমেন্ট রোজারিও
মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : উত্তর ভাসানিয়া, করিরবাড়ী
মঠবাড়ী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গলালোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তব অমৃতময়লোক
তবে তাই হোক।"

বাবা, মনে হয় এইতো সেদিনও তুমি ছিলে অথচ এক এক করে ২৫টি বছর কিভাবে যে পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। বিধাতার দেওয়া ৬০টি বছর এই পৃথিবীতে কত সুন্দরভাবেই না কাটিয়েছ তুমি। ৬০ বছর বয়সের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় তারা কত সক্ষম এখনো, কত যুবক! আর এই রকম সক্ষমতা, অনেক স্বপ্ন নিয়েই তুমি আমাদের চোখের আড়াল হয়েছ। তবে চোখের আড়াল হলেই তো আর মনের আড়াল হয় না বাবা। তুমি সর্বদা আমাদের মনের মধ্যে আছ, খুব কাছেই আছো। সব সময় আমরা তোমাকে স্মরণ করি, তোমার আদর্শকে অনুসরণ করি, তোমার জন্য প্রার্থনা করি। জানি এবং বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছ। বাবা, তোমার নতুন প্রজন্মে ওরা ৫ জন যাদের তুমি দেখে যেতে পারনি, আদর করতে পারনি। ওরা তোমাকে অনেক ভালোবাসে, মিস্ করে। তুমি স্বর্গ থেকে প্রাণ ভরে ওদের এবং আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা খ্রিস্টীয় আদর্শে বলশালী হতে পারি। ওপারে ভাল থেকো বাবা।

তোমার আদরের –
স্ত্রী : ফিলোমিনা রোজারিও
বড় ছেলে ও বৌ : বাবলু ও শুভ্রা রোজারিও
বড় মেয়ে ও জামাই : শিল্পী ও সঞ্জয় রোজারিও
ছোট মেয়ে : সিস্টার মেরী বেনেডিক্টা, এসএমআরএ
ছোট ছেলে ও বৌ : জ্যোতি রোজারিও ও সুফলা রিবেরু
নাতি -নাতনী : সৃষ্টি, সৃজন, অনিন্দিতা, শ্রেয়া ও শ্রেয়ন।

বিজ্ঞ/২২৩/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩৪
২২ সেপ্টেম্বর - ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
০৭ আশ্বিন - ১৩ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

স্বর্গদূতদের নিত্য উপস্থিতি ও সহায়তা

আব্রাহামীয় ধর্মগুলোতে (ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম) যেভাবে স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতির কথা ব্যক্ত আছে অন্যান্য প্রধান প্রধান (হিন্দু, বৌদ্ধ) ধর্মে ততটা সরাসরি স্বর্গদূতদের কথা নেই। তবে তাদের বিশ্বাস মতে দেব ও মহাদেবের কথা বলা আছে যারা স্বর্গীয় সত্তা এবং শুভ কাজে মানুষকে সহায়তা করে।

খ্রিস্টানদের বিশ্বাসীয় জীবনে স্বর্গদূতদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কেননা স্বর্গদূতদের কথা পবিত্র বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। ঋষি তোবিতের গ্রন্থ, প্রবক্তা দানিয়েলের গ্রন্থ থেকে শুরু করে মঙ্গলসমাচারগুলোতে ও প্রত্যাদেশ গ্রন্থেও স্বর্গদূতদের কথা উল্লেখ আছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে মহাদূত মিখায়েল, রাফায়েল ও গাব্রিয়েলের কথা ও কাজের কথা উল্লেখ আছে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস মতে, স্বর্গদূতগণ হলেন পরমেশ্বরের সেবক। তারা নিরাকার ও আত্মিক সত্তা। তারা তাদের কর্ম দায়িত্ব দ্বারা পরিচিত। পরম পিতার অনন্ত সুখের রাজ্যে তারা তাঁরই গুণগান ও প্রশংসা স্তুতিগানে নিমগ্ন। বিভিন্ন দূতগণকে ঈশ্বর বিভিন্ন ক্ষমতা দিয়েছেন।

স্বর্গদূতদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া ও নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে সরাসরি তা পৌছে দেয়া। ঈশ্বর স্বর্গদূতকে অনেক সময় মন্দতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান। আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য ঈশ্বর মহাদূত মাইকেলকে দানিয়েলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মহাদূত মাইকেল অশুভ ও মন্দ শক্তির হাত থেকে ভক্তগণকে রক্ষা করেন। মহাদূত রাফায়েল অসুস্থ ও পীড়িত মানুষকে সুস্থতা দান করেন এবং মহাদূত গাব্রিয়েল জগতের কাছে শুভবার্তা বহন করেন। স্বর্গদূতদের ন্যায় আমরাও ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছি। তাই আমরাও পারি সমাজের অশুভ শক্তিকে পরাভূত করতে। হিংসা, লোভ, লালসা, ভণ্ডামি, প্রতারণা ও লোক দেখানোর মনোভাবে কলুষিত অসুস্থ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ করে তুলতে মহাদূত রাফায়েলের মত আমাদেরও ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে। সৎসাহস নিয়ে নিজের অসুস্থতা ঝেড়ে সমাজের সুস্থতার জন্য নানামুখী কাজ করে শুভবার্তা হয়ে ওঠতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই প্রত্যয় জাগ্রত হোক - আগামী প্রজন্মের জন্য আমি শুভবার্তা বহন করব। তাই মাণ্ডলীক ভাবে ২৯ সেপ্টেম্বর মহাদূতদের পর্ব (এ বছর তা রবিবার হওয়ায় পালিত হবে না) ও ২ অক্টোবর রক্ষীদূতদের পর্ব পালন আমাদেরকে আহ্বান করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বর্গদূতদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হতে। তাদের সহায়তা গ্রহণ করে নিজেদেরকে মানুষের কল্যাণ কাজে বলীয়ান করতেও উদ্যোগী হই। আমাদের সকলের মাঝে এ বিশ্বাস জাগ্রত হোক - অশুভ শক্তিকে জয় করতে ও শুভকাজে এগিয়ে চলতে মানুষের পাশে সর্বদাই স্বর্গদূতগণ থাকেন। জীবনের কঠিন অবস্থাতেও স্বর্গদূতেরা থাকেন আমাদের পাশে। স্বর্গদূতদের মতো আমরাও দীন-দুঃখী, অভাবী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনের কঠিন সময়ে তাদের পাশে থেকে ঈশ্বরের সহায়তা ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি।

স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি শুধুমাত্র বাইবেল বা খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনেও কিন্তু তাদের উপস্থিতি বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করে থাকি। কেউ যদি আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কোন অবদান রাখে বা চরম বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন আমরা অনেক সময় বলে থাকি 'তুমি আমার এঞ্জেল/ তুমি আমার স্বর্গদূত অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে, ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত স্বর্গদূত যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, রক্ষা করেছে, তুমিও আমার প্রতি তাই করেছ। বর্তমান সময়ে স্বর্গদূত পাওয়ার চেয়ে স্বর্গদূত হয়ে ওঠার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা রাখতে হবে। দরিদ্রপ্রেমী সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল অনেক প্রবীণ, অসুস্থ ও গরীব দুঃখীদের জীবনের এঞ্জেল হয়ে ওঠেছিলেন। সময় এখন আমাদের স্বর্গদূতীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার। মানবতার উত্তম চর্চা করার মধ্যদিয়েই শুরু হোক আমাদের মধ্যকার এঞ্জেলিক শক্তির প্রকাশ। †

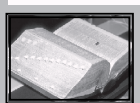

"কেননা তিনি নিজের শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন; তাঁদের বলছিলেন, 'মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তিনি নিহত হলে পর তিন দিন পরে পুনরুত্থান করবেন।" (মার্ক ৯ : ৩১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

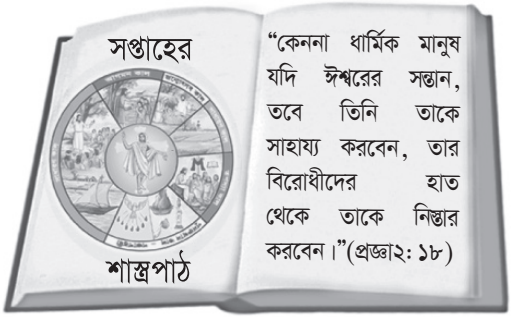

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২২ সেপ্টেম্বর - ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২২ সেপ্টেম্বর, রবিবার
প্রজ্ঞা ২: ১২, ১৬-২০, সাম ৫৪: ১-৪, ৬, যাকোব ৩: ১৬--- ৪: ৩ মার্ক ৯: ৩০-৩৭

২৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার
পিয়েত্রেল্‌চিনা'র সাধু পিউস (পাদ্রে পিও), যাজক, *স্মরণদিবস*
প্রবচন ৩: ২৭-৩৫, সাম ১৫: ২-৫, লুক ৮: ১৬-১৮

২৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
প্রবচন ২১: ১-৬, ১০-১৩, সাম ১১৯: ১, ২৭, ৩০, ৩৪-৩৫, ৪৪, লুক ৮: ১৯-২১

২৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার
প্রবচন ৩০: ৫-৯, সাম ১১৯: ২৯, ৭২, ৮৯, ১০১, ১০৪, ১৬৩, লুক ৯: ১-৬

২৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু কসমাস ও দামিয়ান, সাক্ষ্যমরণ
উপ ১: ২-১১, সাম ৯০: ৩-৬, ১২-১৪, ১৭, লুক ৯: ৭-৯

২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক, *স্মরণদিবস*
উপ ৩: ১-১১, সাম ১৪৪: ১-৪, লুক ৯: ১৮-২২
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
১ করি ১: ২৬-৩১, সাম ১১২: ১-৯, মথি ৯: ৩৫-৩৮

২৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার
সাধু ভেনসেলাউস, সাক্ষ্যমর
সাধু লরেন্স রুইজ এবং **সঙ্গীগণ,** সাক্ষ্যমরগণ
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
উপ ১১: ৯–১২: ৮, সাম ৯০: ৩-৬, ১২-১৪, ১৭
লুক ৯: ৪৩-৪৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ১৯৪৮ সি. এম. ব্লঞ্চ রিয়ার্ডন, সিএসসি
+ ১৯৮১ ফা. ভিন্সেন্ট ডেলাভি, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৬ সি. রেবেকা গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার
+ ১৯২৩ ফা. পাওলো রিপামন্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৫৫ ফা. জন বাপ্তিষ্ট পিনসন, সিএসসি
+ ১৯৬৬ ব্রা. লুদোভিক ভালোয়া, সিএসসি

২৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯২৩ সি. এম. কিলিওন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৭ ফা. আমব্রোজো দেল'ওর্তো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সি. আন্না জুদিচি, পিমে

২৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার
+ ২০০০ সি. এনরিকেত্তা মত্তা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সি. থিওডোরা মিরিন্ডা, এসসি (খুলনা)
+ ২০০৪ সি. যোসেফ ওরর বয়েলিয়, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৯ সি. মৃণালিনী রেমা, সিএসসি (ঢাকা)

২৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭২ সি. এম. এনিক, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৯ সি. আরতি রোজারিও, এসসি (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফা. জন যদু রায় (রাজশাহী)

২৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার
+ ১৯৭৪ ফা. এত্তোরে বেল্লিনাতো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮২ ব্রা.বার্টিন যোসেফ করমিয়ের, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সি. এম. ভিক্টোরিয়া,আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

জানতে ইচ্ছে করে

গায়ক মান্না দের ভাষায় বলতে চাই “খুব জানতে ইচ্ছে করে তুমি কি সেই আগের মতই আছো।” এখানে তুমি বলতে আমি তাদেরকেই বুঝাতে চাইছি যারা দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ ছিল, যে দাম্পত্য জীবনে ছিল পারস্পরিক আকর্ষণ, প্রেম, বিশ্বস্ততা, ভক্তি, শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ সুগঠিত এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদপাপ্ত নিজস্ব পরিবার, নির্দিষ্ট ঠিকানা নির্দিষ্ট পরিচিতি। নিজস্ব প্রভাব বলয়ে সুনির্দিষ্ট অবস্থান। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রেখে পরিত্রাণের পথযাত্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন এক সময় শয়তান দ্বারা প্রলোভিত হয়। এটা ক্ষণিকের মোহ ও আবেগ। এটা এক অশুভ জোয়ার। এই জোয়ারে নিজ পরিবার তথা ঈশ্বরের আশীর্বাদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঈশ্বরের আশীর্বাদ অগ্রাহ্য করে শয়তানের রাজ্যে প্রবেশ করে। গড়ে তোলে অবৈধ সম্পর্ক। এটা অন্ধকার জগত, অন্ধকারে জীবন যাপন, অন্ধকারে জীবন শেষ। তারপর শেষ বিচারের মুখোমুখী, তখন তার দেখানো বৃদ্ধাঙ্গুল তার দিকেই যে প্রদর্শিত হবে না তা কে জানে!

বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণকালে উপস্থিত খ্রিস্টভক্ত ও দুই জন সাক্ষীর সামনে ২ জনেই শপথ করে বলে “তোমাকে আজীবন ভলোবাসব, সম্মান করব এবং বিশ্বস্ত থাকব। আরও বলা হয়: আজ থেকে সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আজীবন আমি তোমাকে রক্ষা করব, তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করছি। শপথ বাক্যে আরও বলা হয়ে থাকে “সন্তানদেরকে ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করব এবং খ্রিস্টের শিক্ষানুসারে মানুষ করব।” কিন্তু এক সময় বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে পরিবারের যাবতীয় অর্থ ও অলংকার সবই নিয়ে প্রবেশ করে পাপের রাজ্যে। কেউ সন্তানদের নিয়ে চলে যায়, আবার কেউ সন্তানদের ফেলে রেখে চলে যায়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অসম্মান দেখানো হল নিজের প্রতি, শপথ বাক্যের প্রতি, পরিবারের প্রতি এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের প্রতি। শেষ বিচারে কি এই একই আচরণ তার প্রতি প্রদর্শিত হবে না! এ যেন যেমন কর্ম তেমন ফল। কালক্রমে অর্থ এক সময় শেষ হয়ে যায়, অলংকারও ততদিনে অন্যের হাতে চলে যায়। তখন হতে হয় নিঃস্ব ও নিরুপায়। যৌবনের জোয়ার শেষ, শুরু হয় ভাঁটা। ভাঁটার জীবনে অতীত জীবনটা হয় তখন একটা স্মৃতি। এই স্মৃতি মন থেকে কখনো মুছে যায় না। শুরু হয় হতাশা ও আফসোস।

ভাঁটার জীবনে থাকে না আনন্দ, থাকে না জৌলুস, থাকে না ভালোবাসা, থাকে না অতীত জীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ বা সামর্থ। শুরু হয় নিম্ন মানের জীবন, বাধ্য হয়ে বাড়ীর যাবতীয় কাজ তাকেই করতে হয়, হয়তো গালিগালাজও শুনতে হয়। আপনজনকে একদিন যে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সুখের ও আনন্দময় জীবনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল, ভাটার জীবনে সেই একই বৃদ্ধাঙ্গুলি কি তার দিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে না! আঘাতে আঘাত আনে, ভালোবাসায় ভালোবাসা আনে, ঠকাইলে ঠকতে হয়, অর্থাৎ অন্যের প্রতি যেমন ব্যাবহার তেমন ব্যবহারই পেতে হবে। কথায় বলে, “ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।” সুতরাং আবেগ নয় বরং বিবেক দ্বারাই দাম্পত্য জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত।

-বেঞ্জামিন গমেজ

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

সাধারণকালের ২৬শ রবিবার

১ম পাঠ: গণনা পুস্তক ১১:২৫-২৯
২য় পাঠ: যাকোব ৫:১-৬
মঙ্গলসমাচার: মার্ক ৯:৩৮-৪৩, ৪৫, ৪৭-৪৮

পবিত্র আত্মার প্রেরণায় জীবনযাপন করো।

এই পৃথিবীতে দু'ধরনের শক্তি রয়েছে। একটি ভাল শক্তি অন্যটি মন্দ শক্তি। ভাল শক্তি হল পবিত্র আত্মার শক্তি আর মন্দ শক্তি হল শয়তানের শক্তি। মন্দ শক্তি সবসময় মানুষকে প্রলুব্ধ করে, বাহ্যিক আকর্ষণ ও মোহমায়ার মধ্য দিয়ে মানুষ যেন তাকে অনুসরণ করে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আজকের বাণীপাঠ আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রেরণামত পথ চলি। অন্যকে সেই পথে চলতে উৎসাহিত করি।

একদা দুই বন্ধুর মধ্যে অনেক ভাল সম্পর্ক ছিল। একজন আরেকজনকে ছাড়া কিছু করত না; এমনকি কোথাও যেত না। এদের মধ্যে একজন হল ভাল বন্ধু, অন্যজন হল মন্দ বন্ধু। তারা দু'জন স্থির করল সমুদ্রের ধারে ভ্রমণে যাবে। যেই কথা সেই কাজ। দু' বন্ধু সমুদ্রের ধারে ভ্রমণে গেল। সমুদ্রের সুন্দর ঢেউ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তারা আকৃষ্ট হল। মন্দ বন্ধু বলল- চল আমরা সমুদ্রে স্নান করি। তারা দু'জনে সমুদ্রের ধারে তাদের কাপড় খুলে রেখে সমুদ্রে স্নান করতে গেল। স্নান করতে করতে হঠাৎ মন্দ বন্ধু বলল- বন্ধু, আমার অনেক কাজ আছে আমি বাড়ী যাই তুমি স্নান কর। সে উঠে ভাল বন্ধুর পোষাক পড়ে বাড়ী চলে গেল। যারা মন্দ বন্ধুকে দেখল তারা সবাই ভাল বন্ধু মনে করে তাকে অনুসরণ করল এবং নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল। একটু পড়ে ভাল বন্ধু সমুদ্র থেকে উঠে এসে দেখতে পেল সমুদ্রের পাড়ে তার কাপড় নেই। সে কোন উপায়ন্তর না দেখে মন্দ বন্ধুর পোষাক পড়ে বাড়ী চলে গেল। কিন্তু সবাই তাকে মন্দ বন্ধু মনে করে কেউ তাকে অনুসরণ করল না।

খ্রিস্টেতে আমার প্রিয়জনেরা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কিছু আছে যা মন্দ বন্ধুর রূপ ধরে আমাদের জীবনে আসে। আমরা তাকে ভাল মনে করে অনুসরণ করি এবং নিজেদের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করি। আবার আমাদের সামনে যখন ভাল কিছু আসে তাকে আমরা মন্দ ভেবে অনুসরণ করি না। ফলে আমরা নিজেরা জীবনের পথে নিজেদের পরিচালিত করি না। আজকের পাঠগুলো সর্বদা আমাদের ভাল পথ অর্থাৎ পবিত্র আত্মার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

আজকের প্রথম পাঠ আমাদের বলে, পবিত্র আত্মা যখন যাকে ইচ্ছা তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। যখন কোন ব্যক্তি পরমেশ্বরের আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন তখন তিনি প্রবক্তার মতো আবিষ্ট হয়েও সমস্ত জাতির মানুষের কাছে ভগবানের কথা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে প্রকাশ করেন। আমরা যখন দীক্ষাস্নান সংস্কার লাভ করেছি তখন - পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি। তখন থেকেই আমরা তিনটি দায়িত্ব পেয়েছি - যাজকীয়, রাজকীয় ও প্রাবক্তিক। আর তখন থেকেই আমাদের পবিত্র আত্মার পথে চলার কথা। তাঁর দিক নিদের্শনা অনুসারে জীবনযাপন করার কথা। আলোর মানুষ হয়ে ওঠা এবং অন্যকে আলোর পথে নিয়ে আসার কথা।

দ্বিতীয় শাস্ত্র পাঠে বলা হয়েছে, সাধু যাকোব তাঁর ধর্মপত্রের মাধ্যমে ধনীদের ভোগ বিলাস ও শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যাতে তারা দীনদুঃখী শ্রমিক ও কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে বরং ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করে এবং তাদের ন্যায্য দাবী পূরণে সহায়তা করে। যখন ধনীরা নিজেদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করবে তখন তারা পবিত্র আত্মাকে তাদের অন্তরে কাজ করতে দিবে। তাদের কাজ হবে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্যকে সেবা দেয়া। কিন্তু বর্তমানে সমাজে এর উল্টো চিত্র লক্ষ্য করা যায়- বেশির ভাগ শাসক যখন রক্ষক হয়না, তখন তিনি ভক্ষক হয়ে যান। শুধুমাত্র নিজের এবং নিজের দলের লোকদের স্বার্থ দেখেন। অন্যদের কষ্ট দেন। সব সময় বড় চেয়ার পেতে চান আর এর জন্য মানুষের কুৎসা রটনা করেন এমনকি তার বিরোধী ব্যক্তির টাকা পয়সা, জমি-জমা, ধন-দৌলত লাভের জন্য তাকে মেরে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এর কারণ হল ব্যক্তি তখন মন্দ শক্তি অর্থাৎ শয়তানের শক্তিতে আচ্ছাদিত হন। শয়তান তার মধ্যে সবসময় কাজ করতে থাকে। ব্যক্তি তখন পবিত্র আত্মার জন্যে তার হৃদয় দরজা বন্ধ করে দেন। এর জন্যে পবিত্র আত্মা তার মধ্যে কাজ করতে পারে না। এ রকম ব্যক্তিদের মনের পরিবর্তন দরকার যেন তাদের মনের পরিবর্তন হয়। যেন তারা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় নিজেরা পরিচালিত হন এবং অন্যদেরও পরিচালিত করেন।

আজকের মঙ্গলসমাচারে বলা হয়েছে, প্রভু যিশু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের সংকীর্ণ দলবাদ? ও কু-দৃষ্টান্ত সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যেন তারা তাদের কথা, কাজ ও আচরণ দ্বারা কারো পতনের কারণ না হয়। বিশেষ করে খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসী দীন ও যিশুর মত সরল প্রাণ মানুষের প্রতি যদি তারা 'বিঘ্নের কারণ হয় তবে তারা কঠিন শাস্তি পাবে এবং স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

আমরা দীক্ষাস্নানের গুণে যিশুর শিষ্য হয়েছি। কিন্তু আমাদের বাস্তবতায় লক্ষ্য করা যায় আমাদের সমাজে অনেক দলীয়করণ হয়ে গেছে। এক দল অন্য দলকে সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করছে। একে অন্যের গায়ে কাঁদা দিচ্ছে। এভাবে সমাজে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। এটা যিশুর শিষ্যের বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলো বাদ দিয়ে একে অন্যের কাছে আসতে হবে। অন্যকে ভালোবাসতে হবে।

যিশুর শিষ্য হিসেবে আমাদের আচার আচরণ সুন্দর হতে হবে। আমাদের দেখে যেন মানুষ খ্রিস্টকে চিনতে পারে। মানুষের জিহ্বা হল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। একে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেন আমরা অন্যকে হত্যা করার পরিবর্তে জীবন দিতে পারি। যেভাবে আমাদের গুরু দিয়েছেন। পবিত্র আত্মার প্রেরণা মত আমরা যেন পথ চলি। অন্যদের যেন সেই পথে নিয়ে আসি ॥

পূর্বতী প্রকাশ: ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে স্বর্গদূত

(একটি বাইবেলীয় সমীক্ষা)

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

খ্রিস্টবিশ্বাসের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে স্বর্গদূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস। খ্রিস্টমণ্ডলীর দুটি স্তম্ভ: (১) পবিত্র বাইবেল ও (২) পবিত্র ঐতিহ্য- দৃঢ়ভাবে স্বীকার ও ঘোষণা করে যে, সৃষ্টি সূচনা থেকে মানবমুক্তি পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিদ্যমান। স্বর্গদূত সম্পর্কিত শিক্ষায় খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস পরিক্রমায় বিভিন্ন ধরনের ত্রুটিমূলক মতবাদ ও শিক্ষার ফলে অনেক বিশ্বাসীভক্ত বিভ্রান্ত ও দ্বিধান্বিত হয়েছেন। তবে কাথলিক মণ্ডলী সর্বদা এ ব্যাপারে বাইবেলীয় ও ঐতিহ্যগত শিক্ষায় অবিচল থেকে ভক্তজনকে সঠিক ও সত্য শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর কোন এক সংখ্যায় পবিত্র বাইবেলের আলোকে 'মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি' প্রদর্শন সম্পর্কে লেখায় আমি পবিত্র বাইবেলে স্বর্গদূতের বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে এনেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ স্বর্গদূত সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলভিত্তিক গবেষণাধর্মী ও পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস এই লেখার মধ্যে রয়েছে।

স্বর্গদূত: প্রথমেই প্রশ্ন করতে পারি-একজন স্বর্গদূত কে? আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐশতত্ত্ববিদ সাধু আগস্টিন স্বর্গদূতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'দূত' হলো একটি একটি কর্মদায়িত্বের নাম, এর প্রকৃতির বা সত্তাগত নাম নয়। তুমি যদি তার প্রকৃতির নাম বা সত্তা খোঁজ, তবে তিনি হচ্ছেন 'আত্মা'; আর তুমি যদি এর কর্মদায়িত্বের নাম খোঁজ, তবে তা হল 'দূত' বা 'বার্তাবাহক'। সুতরাং স্বর্গদূত হচ্ছে বাহ্যিক অবয়ববিহীন এক আত্মা, যিনি সর্বান্তকরণে ও সমগ্র সত্তা দিয়ে ঈশ্বরের হয়ে কাজ করেন *(সিসিসি*, ৩২৯)।

বাইবেলীয় পরিভাষায় স্বর্গদূত: পবিত্র বাইবেলে (প্রাক্তন ও নব- উভয় সন্ধিতে) স্বর্গদূত নামক ঐশরিক সত্তাটিকে বিভিন্ন শব্দ, সাংকেতিক চিহ্ন, উপাধি, নাম ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের গতিবিধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

১. ঈশ্বরের সন্তান (হিব্রু-বেনে-হা-এলোহিম): যোবের গ্রন্থে বলা হয়েছে, "একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে 'ঈশ্বর-সন্তানেরা' এসে উপস্থিত হলেন, তাদের মধ্যে সেদিন শয়তানও এসে উপস্থিত হল" *(যোব ১:৬; দ্র.আদি ৬:২.৪; যোব ১:৬; ২:১; ৩৮:৭; সাম ২৯:১; ৮৯:৭)*। হিব্রু ভাষায় 'ঈশ্বর সন্তান' বিশ্লেষণ করলে এটা ঈশ্বরের বংশধরকে নির্দেশ করে না বরং ঈশ্বর-সৃষ্ট একটি ঐশরিক শ্রেণীকে তুলে ধরে। আলোকময় ঈশ্বরের সাথে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততার জন্য তাদের থেকে ঈশ্বরের গৌরবময় আলো বিচ্ছুরিত হয় *(লুক ২:১৩-১৪; প্রত্যা ৫:৮-১৪; ৭:১১-১২; ১৯:১-৮)*। একই ঘটনা মোশীর ক্ষেত্রেও হয়েছিল যখন তিনি সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের শেষে জনগণের মাঝে নেমে এসেছিলেন তখনও সবাই তার ঐশরিক আলোর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল অবলোকন করেছিলেন *(যাত্রা ৩৪:২৯)*।

২. পবিত্রজন (হিব্রু-কেডোসিম): যেহেতু স্বর্গদূত পবিত্রতম ঈশ্বর সৃষ্ট ও সবর্দা তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবায়রত এবং আদি পাপের কলঙ্ক তাকে কুলষিত করতে পারেনি, তাই পবিত্র বাইবেলে একে 'পবিত্রজন' বলে অভিহিত করা হয় *(লুক ৯:২৬; মার্ক ৮:৩৮; শিষ্য ১০:২২; প্রত্যা ১৪:১০)*। "পবিত্র জনদের সভায় ঈশ্বর ভয়ঙ্কর, যারা তাঁর চারপাশে রয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি মহান, ভীতিপ্রদ" *(সাম ৮৯:৬.৮)*।

৩. বার্তাবাহক (হিব্রু- মালাক; গ্রীক-আঞ্গেলোস): এটি মূলত স্বর্গদূতের অন্যতম প্রধান একটি কর্ম-পরিচয় বহন করে। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঈশ্বর তাঁর দূতকে প্রেরণ করে থাকেন। যেমন, জাখারিয়া ও মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলকে বিশেষ মিশনের জন্য পাঠিয়েছিলেন *(লুক ১:১১.৩৬)*। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের জন্যও এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে *(দ্র. ১ সামু ১১:৪; ১ রাজা ১৯:২)*। তবে দেখা যায় যে, পবিত্র বাইবেলে এটি প্রায় দু'শত উল্লেখ রয়েছে যেখানে এই ঐশ সত্তার (স্বর্গদূতের) বার্তাবাহকের পরিচয়টি সুনির্দিষ্ট করেছে *(হিব্রু ১৩:২; আদি ১৯:১-২২; ৩২:২৫-৩১; দানি ৮:১৫; তোবিত ৫:৮.১৫; লুক ২৪:৪)*।

৪. উপরোক্ত নাম বা উপাধি ছাড়াও পবিত্র বাইবেল স্বর্গদূতদের আরো অনেক নামে বা উপাধিতে ভূষিত করেছে। সেগুলো হল: সেবাকর্মী *(সাম ১০৩:২১)*; প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি *(যোশুয়া ৫:১৪)*; সেনাবাহিনী/ সৈন্যদল *(সাম ৮৯:৯; ১০৩:২১)*; প্রহরীবর্গ *(দানিয়েল ৪:১০.১৪.২০)*; আত্মাসমূহ *(১ রাজা ২২:২১; হিব্রু ১:৭.১৪)*; গৌরবান্বিতজন *(লুক ২:৯; ৯:২৬; শিষ্য ১২:৭; ২ পিতর ২:১০; ২ এনোখ ২১:১.৩)*; রাজাসনসমূহ *(২ এনোখ ২০:১)*; কর্তৃপক্ষ *(১ এনোখ ৬১:১০)* ও শক্তিসমূহ *(১ এনোখ ২০:১)*; প্রভৃতি।

৫. সর্বোপরি, স্বর্গদূতগণ ঐশরিক সত্তা হলেও তা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট *(কল ১:১৬)*, তবে সে কোন লিঙ্গের দ্বারা চিহ্নিত নয় *(মথি ২২:৩০)*; তারা সময়ের উর্ধ্বে *(লুক ২০:৩৪-৩৬)*; মানুষের থেকে তার জ্ঞান ও বুঝার ক্ষমতা অনেক বেশী, তবে তা সীমাহীন নয় *(মথি ২৪:৩৬; মার্ক ১৩:৩২; এফে ৩:১০; ১ পিতর ১:১২)*; তারা শক্তিশালী *(২ থেসা ১:৭; ২ পিতর ২:১১)*। তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে *(১ করি ১৩:১)* এবং মানবমুক্তির সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত *(লুক ১৫:১০; এফে ৩:১০ ১ তিমথি ৫:২১)*।

স্বর্গদূতের প্রকারভেদ: পবিত্র বাইবেল স্বর্গদূতদের মূলত তিনটি ভাগে তুলে ধরেছে।

১. খেরুববৃন্দ: স্বর্গদূতদের এই অংশটি পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন কর্ম-দায়িত্বে পাওয়া যায়: ক. ঈশ্বর এদেন বাগানকে পাহারা দেবার জন্য বাগানের পূর্ব দিকে এদের নিয়োগ করেন *(আদি ৩:২৪)*; খ. খেরুবদের মাথ ার উপর ঈশ্বরের সিংহাসন স্থাপন করা হয় *(এজে ১০:১-২২)*; গ. 'খেরুবের-পিঠে চড়ে তিনি উড়তে লাগলেন' *(সাম ১৮:১১)*; ঘ. সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপর দু'টি খেরুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয় *(যাত্রা ২৫:২২.১৮-২১)*।

২. সেরাফিন: সেরাফিন নামে আরেক ধরনের স্বর্গদূত পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। প্রবক্তা ইসায়ার গ্রন্থে দেখা যায় যে, স্বর্গদূতের দল সেরাফিন অনবরত ঈশ্বর প্রশংসা ক'রে চলেছে: 'পবিত্র, পবিত্র পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু। সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ' *(ইসা ৬:৩. ২-৭)*।

৩. জীবন্ত সত্তা: প্রবক্তা এজেকিয়েল ও প্রত্যাদেশ গ্রন্থে স্বর্গদূতদের জীবন্ত সত্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যারা পরমেশ্বরের সিংহাসনের চারিদিকে অবস্থান করেন। এরা সিংহ, ষাড়, মানুষ, ঈগল প্রভৃতি পশু পাখি রূপে আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি বন্যপ্রাণী, গৃহপালিত পশু, মানবজাতি ও বিভিন্ন পাখিকে প্রতিনিধিত্ব করছে *(এজে ১:৫-১৪; প্রত্যা ৪:৬-৮)*। ঈশ্বরের সমগ্র

সৃষ্টির প্রতিনিধিত্বকারী এই স্বর্গদূতবাহিনী সর্বদা তাঁর প্রশংসায় মগ্ন। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'সেই চার প্রাণীর প্রত্যেকেরই ছ'টা করে ডানা আছে, তারা চারদিকে ও ভিতরে চোখে পরিপূর্ণ; তারা দিনরাত অবিরাম বলতে থাকেন: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু পরমেশ্বর সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, তিনি আছেন, যিনি আসছেন' *(প্রত্যা ৪:৮)*।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র বাইবেলে নাম ধরে মাত্র দু'জন স্বর্গদূতের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের একজন হচ্ছেন মহাদূত গাব্রিয়েল *(দানি ৮:১৬; ৯:২১; লুক ১:১৯; ১:২৬-২৭)* এবং অন্যজন হচ্ছেন মহাদূত মাইকেল *(দানি ১০:১৩.২১; ১২:১; যুদ ৯; প্রত্যা ১২:৭-৮)*। তবে দু'জন পতিত দূত অর্থাৎ শয়তানের নামও পবিত্র বাইবেলে পাওয়া যায়: লুসিফার *(ইসা ১৪:১২-১৮; লুক ১০:১৮)* এবং বিনাশক যার হিব্রু নাম হচ্ছে আবাদ্দোন ও গ্রীক নাম আপল্লিয়োন *(প্রত্যা ৯:১১)*।

স্বর্গদূতদের কাজ: প্রাক্তন ও নবসন্ধিতে স্বর্গদূতের কাজ ও মানবজীবনে তাদের উপস্থিতি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

১. স্বর্গদূত ব্যক্তি ও খ্রিস্ট মণ্ডলীর রক্ষীদূত হিসাবে কাজ করে। *মথি ১৮:১০ '...* তাদের দূতেরা স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন'- এখানে যিশু মূলত রক্ষীদূতের কথাই বলেছেন। একইভাবে প্রত্যাদেশ গ্রন্থেও সাতটি স্বর্গদূতকে সাতটি মণ্ডলীর রক্ষীদূত হিসাবে চিহ্নিত করা হয় *(প্রত্যা ২-৩)*। শিষ্যচরিত গ্রন্থে রক্ষীদূতের সরব উপস্থিতি দেখা যায়- যারা শিষ্যদের বিভিন্নভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করেন *(শিষ্য ৫:১৯-২০; ১২:৬-১১.১৫)*। যিশুর প্রচার জীবনেও স্বর্গদূতের আনাগোনা দেখা যায়- তারা যেন অনেকটা তাঁর রক্ষীদূতের ন্যায় ভূমিকা পালন করেন *(মথি ৪:৬; লুক ৪:১০-১১)*।

২. স্বর্গদূতদের সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যেন স্বর্গসভায় ঈশ্বরের পূজা আরাধনা সর্বদা রত থাকে। তারা সবসময় স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনে চারিদিকে অবস্থান নিয়ে আনন্দ-চিৎকার ক'রে তাঁর প্রশংসা ও বন্দনায় নিরত থাকেন *(সাম ১৪৮: ১-২; ইসা ৬:৩; হিব্রু ১:৬; প্রত্যা ৫:৮-১৩)*।

৩. ঈশ্বর স্বর্গদূতকে অনেক সময় মন্দতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান। আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য ঈশ্বর মহাদূত মাইকেলকে দানিয়েলের কাছে পাঠিয়েছিলেন *(দানি ১০:১০-১৪; যুদ ৯)*। এমনকি, তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে বিভিন্ন কাজও সম্পন্ন করে থাকেন *(জাখা ১:১০-১১)*।

৪. স্বর্গদূতদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া ও নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে সরাসরি তা পৌঁছে দেয়া *(লুক ১:১১-১৯.২৬-২৮)*। আবার অনেক ক্ষেত্রে সে স্বপ্নে বা দর্শনের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরের বাণী ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেন *(মথি ১:২০-২১; ২:১৩.১৯-২০.২২; শিষ্য ১০:৩-৬; প্রত্যা ১:১০; দানি ৮:১৬)*।

৫. এরা ঈশ্বরের বিচার ও মহামারীর আদেশ বাস্তবায়ন করে থাকে *(২ সামু ২৪:১৬-১৭; ২ বংশা ৩২:২১; শিষ্য ১২:২৩; প্রত্যা ১৬:১)*। দেখা যায় যে, মন্দতায় পরিপূর্ণ সদোম ও গোমরাতে দু'জন দূত পাঠিয়ে শহরটিকে ঈশ্বর ধ্বংস করেছিলেন *(আদি ১৯:১.২৩-২৫)*।

৬. স্বর্গদূত অনেক ক্ষেত্রে ঐশবাণী মানুষের নিকট হস্তান্তর করে থাকেন। জ্বলন্ত ঝোপে স্বর্গদূত মোশীর সাথে কথা বলেছিলেন *(শিষ্য ৭:৩০; যাত্রা ৩:৪-৪:১৭)*, এমনকি তিনি স্বর্গদূতের কাছ থেকে বিধানও গ্রহণ করেছিলেন *(শিষ্য ৭:৩৮.৫৩; গালা ৩:১৯; হিব্রু ২:২)*। এরাই ঈশ্বরের পুত্রের দেহধারণের *(১ তিমথী ৩:১৬; লুক ২:১০-১৪)* ও পুনরুত্থানের সাক্ষ্য বহন করেন *(মথি ২৮:৫-৭; মার্ক ১৬:৬-৭; লুক ২৪:৪-৭)* এবং যিশুর স্বর্গারোহনের সময় শিষ্যদেরসাথে কথা বলেছিলেন (শিষ্য ১:১০)।

৭. শেষ বিচারের সময় স্বর্গদূতবাহিনী খ্রিস্টর সাথে থাকবেন *(মথি ১৬:২৭; মার্ক ৮:৩৮; লুক ৯:২৬)*। 'কেননা মহাদূতের কণ্ঠের সংকেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন' *(১ থেসা ৪:১৬)*। অন্য দূতেরা শেষ বিচারের ধাপসমূহ ঘোষণা করবেন *(প্রত্যা ১০:১-৭)* এবং এর প্রাথমিক প্রক্রিয়াও তারা আরম্ভ করবেন *(প্রত্যা ১৪:১৪-১৬)*। তারাই মনোনীতদের জড়ো করবেন *(মথি ২৪:৩১; মার্ক ১৩:২৭)* এবং অপকর্মাদের আলাদা ক'রে আগুনে নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে তাদের ধ্বংস করবেন *(মথি ১৩:৩৯-৪২.৪৯-৫০; ২৫:৩১-৪৬; যুদ ১৪-১৫)*। স্বর্গসভায় তারাই মূলত খ্রিস্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন *(মার্ক ৮:৩৮; লুক ৯:২৬; প্রত্যা ৩:৫)*।

সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টিতে স্বর্গদূতের অস্তিত্ব কাল্পনিক কোন ধারণা নয় এবং এদের উপস্থিতি বাস্তব ও সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের সাথে এরা কাজ করে যাচ্ছেন। পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লিপিবদ্ধকৃত ঐশবাণীতে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থান ও কাজের পরিপূর্ণ একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বর্গদূত সম্পর্কিত পবিত্র বাইবেলের সত্যতাকে খ্রিস্টমণ্ডলী তার শিক্ষায় ও বিশ্বাসচর্চায় আরো ত্বরান্বিত করেছে। এটি খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্রের অন্যতম একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কেননা ঐশতত্ত্ববিদ কার্ল বার্থ বলেন, 'ঈশ্বরের দূতদের অস্বীকার করা মানে হচ্ছে ঈশ্বরকেই অস্বীকার করা।'

অন্যদিকে, স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব বা তাদের উপস্থিতি শুধুমাত্র বাইবেল বা খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনেও কিন্তু তার উপস্থিতি বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করে থাকি। কেউ যদি আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোন অবদান রাখে বা চরম বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন আমরা অনেক সময় বলে থাকি 'you are my angel' (তুমি আমার স্বর্গদূত)। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে, 'ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত স্বর্গদূত যেভাবে মানুষের জীবনে ভূমিকা রেখেছে, বিপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, রক্ষা করেছে, তুমিও আমার প্রতি তাই করেছ'। আমার ব্যক্তি জীবনে আমি অনেকবার এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছি। বিশেষভাবে, রোম নগরীতে পড়াশুনা করার সময় এমন সব অপ্রত্যাশিত ব্যক্তি ও তাদের সহায়তা আমার জীবনে এসেছে যা আমি কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। তাদের উপস্থিতি, সহায়তা, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা আমি সত্যিই স্বর্গদূতের উপস্থিতি ও ঈশ্বর-কর্তৃক সরাসরি সহায়তাকে উপলব্ধি করেছি। তাই স্বর্গদূত শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে নয় বা পবিত্র বাইবেল ও খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, রবং তারা সব সময় আমার সাথে রয়েছেন, আমার পাশে অবস্থান করছেন এবং আমার সাথে সাথে হাঁটছেন। এখন শুধু দরকার আমার অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত ক'রে তাকে চেনা ও আলিঙ্গন করা।

সহায়কগ্রন্থ:

১. TOORN, K.V. – BECKING, B. – HORST, P.W., ed., *Dictionary of deities and demons in the Bible,Brill,* Leiden 1999, 45.53.

2. NEWSOM, C.A, "Angels in the OT", *AncBD,* I, 248-253.

3. WATSON, D.F. "Angels in the NT", *AncBD,* I, 353-255.

4. NOLL, S.F., "Angels, Doctrine of", *Dictionary for theological interpretation of the Bible,* Baker Academic, Grand Rapids 2005, 45-48.

5. GRUDEM, W., "Angels in the Bible", *zondervanacademic.com/blog/biblical-facts-angels,* 2017.

৬. জুবিলী বাইবেল

৭. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

দরিদ্রদের পাশে পথ চলতে বাংলাদেশ মণ্ডলী.....

এলড্রিক বিশ্বাস

বাংলাদেশ :

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে বিজয় আসে। এর আগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ছিল এদেশের খ্রিস্টমণ্ডলী। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে দায়িত্ব চলে আসে কাথলিক মণ্ডলীর উপর। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সোনার ক্রুশসহ চেইন ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখেন বিশপ মহোদয়েরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি ও খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও সিএসসি। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অসহায়, গরীব জনগণের পাশে ছিল তা আজও অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের আপামর জনগণের পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী বা Catholic Bishops Conference of Bangladesh (CBCB) তা আজও অব্যাহত আছে। বিশপীয় এই সংস্থার মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ গঠনে ও দরিদ্রদের পাশে থাকার যে প্রত্যয় নিয়ে পথ চলা শুরু হয় তা এখনও চলমান আছে।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর যাত্রা :

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর যাত্রা ততো সহজ ছিল না। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি এর স্থানীয় মণ্ডলীর চিন্তা নিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশ মণ্ডলীর পথ চলা। খ্রিস্টভক্তদের পাশে থাকা, স্বাবলম্বী মণ্ডলী গঠন করা ও বৈদেশিক সাহায্য, সহযোগিতার নির্ভরতা কমিয়ে খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয় করার জন্য ছিল বিশপীয় কার্যক্রম। যখনই দেশে কোন সংকট এসেছে, মণ্ডলী যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে। মণ্ডলী সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এর মাঝে আমরা হারিয়েছি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি মহোদয়কে। পরবর্তীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ নিযুক্ত হন মাইকেল রোজারিও। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ব্যাপক কার্যক্রম ও দরিদ্রদের প্রতি মূখ্য ভূমিকা রাখার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। আজ বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ২ টি আর্চডায়োসিস ও ৬ ডায়োসিস বা ধর্মপ্রদেশ বিদ্যমান। আর্চবিশপ, বিশপ সকলেই এদেশের সন্তান। মণ্ডলীর বিশপ সম্মিলনীর অধীন বিভিন্ন কমিশন তাদের নিজ নিজ এজেন্ডা ও প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছে। প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক দিক, আধ্যাত্মিক বিষয় এবং কৌশলগত পরিকল্পনার দিক থাকলেও মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচনে এগিয়ে যাওয়া। বর্তমানে বাংলাদেশ মণ্ডলীর অধীন প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেশ গঠনে এবং নৈতিকতা, সেবার মানসিকতা, শৃংখলাবোধ ও মূল্যবোধের শিক্ষা বিদ্যমান আছে।

কোর থেকে কারিতাস:

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় এর পর পোপ দ্বাদশ পিউস ঢাকার তেজগাঁও এয়ারপোর্টে ফিলিপাইন যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। তিনি আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি কে নিয়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহতদের জন্য প্রার্থনা করেন, মানুষের পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা করেন। সেই অর্থে শুরু হয় কোর এর কার্যক্রম। কোর বা Catholic Organisation for Relief and Rehabilitation (CORRE) এর কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন ফাদার লাবে সিএসসি। চট্টগ্রামে জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তাই সাহায্য ও সহযোগিতা করতে বিশপদের পক্ষে খাদ্য ও পুনর্বাসনের কাজ চলমান থাকে। ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পরবর্তীতে কোর এর নাম পরিবর্তন করে কারিতাস (Caritas) রাখা হয়। কারিতাস এর অর্থ ভালোবাসা। কারিতাস বর্তমানে বাংলাদেশে একটি বৃহৎ এনজিও সংস্থা। কারিতাস সংস্থা মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করেছে, পাশাপাশি অনেকগুলো সংস্থা গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস পালকীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। পোপ মহোদয় ঢাকার রমনা কাথিড্রালে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ার অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একদল উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মায়ানমারের সরকারের প্রতি রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে আহ্বান জানান। তিনি মায়ানমার সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের নিন্দা জানান। রোহিঙ্গাদের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। রোহিঙ্গাদের ন্যায় সঙ্গত দাবী মেনে নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান জানান।

মণ্ডলীর সহযোগী সংস্থা :

মণ্ডলীর মূল চিন্তা দরিদ্রদের প্রতি সেবা দানের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল মণ্ডলীর পক্ষে দরিদ্রদের প্রতিনিয়ত সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল একটি আন্তর্জাতিক কাথলিক সাহায্য সংস্থা। এই সংগঠনটি স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই এই সংস্থার কার্যক্রম রয়েছে।

সোসাইটির মূল লক্ষ্য দরিদ্রদের ভালোবাসা ও সেবাদানের মাধ্যমে স্বয়ং খ্রিস্টের ভালোবাসার প্রকাশ করা।

এই সোসাইটির কেন্দ্রবিন্দু একজন পুরোহিত, তিনি হলেন ভিনসেন্ট ডি' পল। তিনি ফ্রান্স দেশে এক গরীব কৃষক পরিবারে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। ভিনসেন্ট মাত্র ২০ বছর বয়সে পুরোহিত হন। খ্রিস্ট যিশুর উপস্থিতি তিনি দরিদ্রদের মধ্যে উপলব্ধি করতেন।

ভিনসেন্ট দরিদ্রদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদের অবস্থা অনুভব করতেন। দরিদ্রদের সেবায় তার জীবন ছিল উৎসর্গকৃত। তিনি দরিদ্রদের পিতা নামে পরিচিত ছিলেন। একবার সমুদ্র পথে যাত্রা কালে পুরোহিত ভিনসেন্ট ডি' পল বন্ধী হন জলদস্যুদের হাতে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে।

জলদস্যুরা ভিনসেন্টকে আফ্রিকার তিউনিস শহরে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। তিনি মনিবের সব আদেশ হাসিমুখে পালন করতেন, যদিও তিনি একজন পুরোহিত ছিলেন। তিনি সব সময় হাসিমুখে থাকতেন ও মা- মারীয়ার গান গাইতেন। এদিকে মনিবের স্ত্রী ভিনসেন্টের গান মন দিয়ে শুনতেন ও মুগ্ধ হতেন। তিনি ভিনসেন্ট কে একজন ধার্মিক লোক হিসেবে জানতেন। মনিবের স্ত্রী ভিনসেন্ট কে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন ও মনিব ভিনসেন্টকে মুক্ত করে দেন। ভিনসেন্ট মুক্ত হয়ে ফ্রান্স দেশে চলে যান ও সেখানে গরীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভিনসেন্ট তার সেবা কাজের মধ্যে ক্রীতদাসদের সাথে দেখা করতেন, আলাপ করতেন ও তার সাথে আলাপ করে সকলে মুগ্ধ হত, খুশী হত এবং ভিনসেন্টের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতো। সেবার জীবনে থ াকতেই তিনি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর এ মর্তের মায়া ত্যাগ করেন। তাঁকে ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে সাধু ঘোষণা করা হয়।

সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের মৃত্যুর অনেক বছর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে একজন ২০ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফ্রেডোরিক অজানাম কনফারেন্স অব চ্যারেটি নামক সংগঠন গড়ে তোলেন। ফ্রেডোরিক তার সমসাথীদের নিয়ে দরিদ্রদের সেবা করতেন সংগঠনের মাধ্যমে।

ফ্রেডোরিক সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুই বছর পর কনফারেন্স অব চ্যারেটি নাম পরিবর্তন করে সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল নামকরণ করেন, যা এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী দরিদ্রদের জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মণ্ডলীর ভিতরে একটি সংস্থা সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল (এসভিপি) গরীব ও অসহায়দের সাহায্য করে থাকে। বাংলাদেশের ৮ টি ধর্মপ্রদেশের অধীন সকল ধর্মপল্লীতে এসভিপি কাজ করছে। এই সংস্থাই ধরে রেখেছে তাদের কাজের মাধ্যমে দরিদ্রদের পাশে থাকার কাজটি। সাথে কারিতাস বাংলাদেশের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। মণ্ডলীর সেবার দিকটি এগিয়ে রেখেছে এই দুটি সংস্থা। সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতিতে কারিতাস বন্যাকবলিত এলাকায় মানুষকে খাবার ও কাপড় দিয়ে সহযোগিতা করেছে এবং বর্তমানে পূনর্বাসনের কাজ অব্যাহত আছে। দেশের যে কোন দূর্যোগের সময় কারিতাস এগিয়ে এসেছে। 'যা কিছু তুমি করেছো, অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছো তাই আমার (খ্রিস্টের) প্রতি, করেছো তাই আমার প্রতি' এই গানটিই দরিদ্রদের প্রতি মণ্ডলীর পথ চলাকে গভীরভাবে বুঝতে আমাদের মনে স্থান করে নিয়েছে।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর বিভিন্ন কমিশন সত্য ও ন্যায়ের পথে এবং মানবতার জন্য এবং দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা, সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে ন্যায় ও শান্তি কমিশন ন্যায্যতা আনয়নে এবং যোগাযোগ কমিশন প্রকাশনার মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আগামীতে বাংলাদেশ মণ্ডলী হয়ে উঠুক আরো দায়িত্বশীল দরিদ্রদের প্রতি, অসহায়দের প্রতি এটাই হোক সর্বজনীন চলার পথ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ২০২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যা।

মহান সেবক গাঙ্গুঁলী

তার্সিসিউস গোমেজ

প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুসারী হে মহান সাধক
বিনম্র শ্রদ্ধা, প্রণাম তোমায় ঈশ্বরের সেবক
সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৭ মহা প্রয়াণের হে নায়ক
স্মরণে বরণে হৃদি মাঝে জাগ্রত মেষপালক।
হাসনাবাদের গাঙ্গুঁলী নিকুঞ্জে শুভ জন্ম তোমার
১৮ ফেব্রুয়ারী নিকোলাস কমল ও রোমানা কমলার
ঘর আলো করে পূত পবিত্রতার
মূর্ত প্রতীক রূপে ধন্য করলে ধরিত্রী মাতার।
দিবসের তারারূপে তুমি দীপ্ত মহীয়ান
নম্র বিনয়ী মহাসাধক তোমায় জানাই প্রণাম
ত্যাগের মহীমায় সমুজ্জল সদা করি গৌরব গান।
ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলী প্রভুর মহা দান।
পূজনীয় পর্যায় পেড়িয়ে হবেন ধন্য শ্রেণীভুক্ত
গাঙ্গুলী নিবাস হবে খ্রিস্টভক্তের পুণ্যতীর্থ
সেদিন বেশী দূরে নয়, আশা প্রত্যাশায়
প্রার্থনা ত্যাগ সাধনা ধ্যানে মগ্ন অবিরত।
অধীর প্রতীক্ষায় আছি রত, সমগ্র খ্রিস্টভক্ত
আশা পূরণ হলে, প্রভুর মহিমা গান গাবো অবিরত
নিরাশ করোনা তুমি, হও না কভু বিব্রত
সাধু বলে ডাকবো তোমায় সদা জাগ্রত।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

ফিরে আসুক শান্তি ও সম্প্রীতি

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু

ভূমিকা: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আমরা জানি যে অতীতের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বর্তমানের উপর নির্ভর করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ ও তার অবস্থা ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত। যুদ্ধের পর-পরই স্বাধীনতা লাভের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ দিনে দিনে আরোও জোরদার হতে থাকে; এই জাতীয়তাবোধ মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নে ধীরে ধীরে ঐক্যতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিতকতায় বর্তমান ভালো অবস্থানে আসতে পেরেছে।

শান্তি: শান্তির প্রতীক হলেন 'যিশু'। তিনিই শান্তির উৎসদাতা। শান্তি হলো, যেখানে কোন বিদ্বেষ ও সহিংসতা নেই। সহিংসতার পরিবর্তে অবস্থান করে শান্তি। এসো যিশুর কাছে, এসো শান্তি সদনে... [গীতাবলী ১৬]। যিশু দু'হাত তুলে ভালোবাসার কুসুমডালি নিয়ে আমাদেরকে ডাকছেন। আমরা যেন তার ডাকে সাড়া দিই এবং তার দেখানো পথে চলতে পারি। বিভিন্ন দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে দলাদলি, মারামারি, হানাহানি, হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও লুটপাট চলছে। এই সব অরাজকতার মধ্য দিয়ে জনজীবন অতিবাহিত হচ্ছে। জনজীবনের মধ্যে নেই কোন শান্তি, নেই কোন আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা। যতদিন যায়, ততই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকাসহ, গ্রামগঞ্জে আদিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যা ও সহিংসতা চলছে। এতে জনজীবনের মধ্যে আরো বাড়তি ভয় প্রকট আকার ধারণ করছে। তাহলে বুঝতে পারছি যে, আমরা কতটা স্বাধীন ও শান্তিতে আছি।

শান্তি যেখানে, সেখানে আমিতো আছি *[গীতাবলী ২২২]*। যিশু আমাদের শান্তি দান করেছেন। 'শান্তি' ঈশ্বরের দান। 'শান্তি' দু'প্রকার। যথা- প্রথমত, শান্তি প্রভু যিশু দান করেন, আর তা চিরস্থায়ী। অন্যদিকে, জাগতিক শান্তি । যেটা মিথ্যা শান্তি, আর তা বেশীদিন থাকে না।

অবশ্যই শান্তি অন্বেষণে সময়ই একটি মোহ আসে। রোজ কাগজ, পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে; শান্তির জন্য মানুষের কত হাহাকার ও প্রচেষ্টা। পৃথিবী বোধ হয় এমন চিৎকার করছে না। মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাঠাচ্ছে শান্তি পাবার আশায়। কিন্তু কোন দেশের নেতৃবর্গ কি এতটুকু শান্তি আনতে পেরেছেন? এর কারণ হলো শান্তি যদি গভীর অন্তর থেকে না আসে; তবে এ এক ধরণের মরীচিকার পিছনে দৌঁড়ানো।

নতুন নিয়মে 'শান্তি': 'শান্তি' পেতে হলে অবিরাম কাজ করে যেতে হয়। কাজের কোন বিকল্প নেই। 'কষ্ট করলে, কেষ্ট মিলে'। বর্তমান বিশ্বে আমাদের সামনে বড় বাঁধা হলো- 'শান্তি স্থাপন'। "শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা- তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে" (মথি ৫:৯); "তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোবাস, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর, যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তোমরা তাদের শুভ কামনা কর, যারা তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর" (লুক ৬:২৭-২৮)। "যারা তোমাদের নির্যাতন করে, আশীর্বাদ কর তাদের; আশীর্বাদই কর, অভিশাপ দিও না কখনো!" (রোমীয় ১২:১৪)। "তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি; অবশ্য এ সংসার যে ভাবে শান্তি দেয়, সেইভাবে আমি তোমাদের তো দিয়ে যাচ্ছি না। তোমাদের হৃদয় যেন বিচলিত না হয়, যেন শঙ্কিত না হয়" (যোহন ১৪:২৭)। এই বাঁধা কঠিন হলেও পিছু পা হবার কোন উপায় নেই।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি: সংলাপ ও সম্প্রীতি একের উপরে পরিপূরক। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের সমাহার। যার যার অবস্থান থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস রেখে জীবনযাপন করছে। তাদের মধ্যে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ববোধ বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে, আধ্যাত্মিকতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনজীবনের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন, ন্যায়-বিচার ও শান্তি স্থাপন, সমাধান খুঁজতে সহায়তা প্রদান করছে। তাই মিলনের ও একত্রিত হওয়ার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি'। সংলাপের মধ্য দিয়ে সৎ সাহস, মানুষের পরিচয় ও সখ্যতা আনে। সংলাপের মধ্যে মানুষের চেতনা আসে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধু খ্রিস্টান নয়; সকল ধর্মের মিলে-মিশে সভা সেমিনারী একান্ত প্রয়োজন। এই সংলাপই পারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে ও শান্তি স্থাপনে সহায়তা করতে।

বর্তমানে বিশ্বে ইসলাম বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে সমন্বয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সম্মানের ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী। সম্প্রীতি যাতে বিনষ্ট না হয় এবং অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা না করে; সেজন্য ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেয়: "হত্যা করো না"। ক্ষমা, ভালোবাসা ও শান্তির প্রতীক যিশু বলেন, "তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোবাস যে তোমাকে ঘৃণা করে তার ভালো তুমি কর, যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তাকে তুমি আশীর্বাদ কর"...।

পৃথিবীতে খুব কমই আছে যে, হতাশা, হিংস্রতা নেই। এই বিষয়ে সবাই সচেতন। তারপরেও কিন্তু... থেকে যায়। অধিকাংশ নেতৃবর্গ ব্যক্তিদের মন দুঃখবাদী। এই হতাশার কারণ হচ্ছে কোন কিছু সমাধান করা যায় না। সমস্যা অথবা হতাশা কোন কিছুই দূর করা যায় না। আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে যায় কিন্তু সমস্যা থেকে যায়। সৃষ্টি হয় এক গভীর সমস্যা ও হতাশা যা দমন করা কঠিন হয়ে যায়। তখনই মানুষ সহিংস হয়ে ওঠে। ফলে শান্তি ও সম্প্রীতি ব্যাহত হয়।

আমরা জানি যে, ইতিহাস কথা বলে। অতীতকে বদলানো যায় না; তবে অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া যায়। বলা হয় উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান হচ্ছে মানবাধিকার অনুশীলন। যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়; সেখানে উন্নয়ন হতে পারে না। সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য মানবাধিকার গুরুত্ব দিতে হবে। তাই মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সমাজ, পরিবারে ও রাষ্ট্রে অপরিহার্য। কখনও কখনও সমাজে, রাষ্ট্রীয় জনজীবনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি-বিরাজ করে। বিরাজ করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সমাজে, দ্বন্দ্ব ও অশান্তির যোগ হলে; পরিবারে শান্তি স্থিতি আনতে পারে না। তাই শান্তিরাজ্যে বা শান্তি সদনে প্রবেশ করতে হলে, আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে এবং তারপর অন্যকে পরিবর্তন করতে সহায়তা করতে হবে। তারাই জানে শান্তি প্রতিষ্ঠার যর্থাথ মর্ম; যারা অভিজ্ঞতা করেছে।

শান্তি স্থাপনে চ্যালেঞ্জসমূহ: মানবজীবনে শান্তি স্থাপনের জন্য যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়। কোথায় গিয়ে শান্তি পাওয়া যায়, এই আশা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে।

কিন্তু শান্তি অন্বেষণ করতে হলে অবশ্যই বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। যেখানে শান্তি ও সম্প্রীতি নেই; সেখানে ঝগড়া, বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি, ন্যায়বিচারের অভাব, হিংসা পোষণ করা, অন্যের ক্ষতি করার মনোভাব বৃদ্ধি পায়, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, ধনী গরীব বৈষম্য, হত্যাকান্ড, নির্যাতন, অত্যাচারিতদের পক্ষে না থাকা, কুসংস্কার রটানো প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, ধর্মের নামে ভণ্ডামী, গোঁড়ামী ও অশান্তি। সুযোগ নিচ্ছে সুবিধাবাদী ব্যক্তিবর্গ। মানুষের অন্তরে প্রবেশ করাচ্ছে হিংসা, ঘৃণা আর ঘৃণার বিষ। ফলে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী মারাত্মকভাবে দ্বন্দ্ব, ঘৃণায় পরিপূর্ণ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিঘ্নিত।

শান্তি স্থাপনে করণীয়:

• যিশুর শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করা।

• যিশুর আজ্ঞাসমূহ অনুসরণ ও পালনে নিষ্ঠাবান হওয়া।

• মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবনযাপন করা।

• হিংসা, প্রতিহিংসা, সহিংসতা, বিভেদ, মারামারি, হানাহানি, লুটপাট, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকা।

• বাবা-মা'র প্রতি ও প্রতিবেশিদের প্রতি দয়া, মমতা, করুণা, ভালোবাসা, প্রেম ও মর্যাদা দেখানো।

• অন্যকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

• মিথ্যা বর্জন করা।

• পরিবারে ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংলাপ করা।

• যারা সমাজে ও পরিবারে কুসংস্কার রটায় তাদের বিরুদ্ধে শান্তির ব্যবস্থা করা।

• একে অন্যকে উপর সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা।

• যুবক-যবতীদের ভুল সংশোধন করা।

• ন্যায্য কাজে নিয়োজিত হওয়া।

• গোটা পৃথিবীকে ভালোবাসাতে হবে। অর্থাৎ নিজ দেশের মতো করে নেওয়া।

• সুযোগ্য গ্রাম প্রধানকে নিয়োগ করা। যাতে সমাজে নিয়মকানুন বিষয় জানে এবং সমাজকে সামনের দিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে।

• বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি সহনশীল হওয়া।

• কোন ব্যক্তিকে দুর্বল জায়গায় আঘাত না করা।

• ধ্বংসাত্মক (ব্যক্তি রাগ, ক্রোধ) মনোভাব পোষণ না করা।

উপসংহার: শান্তির অভিজ্ঞতা লাভ সব মানুষের পক্ষেই সম্ভব। শান্তি অর্জন কোন অসম্ভব বিষয় নয়। সব ধর্মে শান্তির কথা বলা হয়েছে। তাই ঈশ্বর আমাদের সব সময় পাশে আছেন; তিনি যদি চান তাহলে অবশ্যই শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব। শান্তি শুধু খিস্টানদের নয়, সকল ধর্মের মানুষের শান্তি প্রযোজ্য। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, অন্যের প্রতি সহানুভূতির কথা বলে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুশীলনে উৎসাহ দেয় ও মানব কল্যাণের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে পৃথিবীর ধর্মীয় সংস্থাগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজাতে হবে, সারা পৃথিবীর শান্তির জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের মতোই জগৎবাসীকে আহ্বান করতে হবে: "বিবাদ নয়, সংঘাত নয়, সহায়তা বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ও মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি"। তখন যিশুর কাছে এই গান করি, আমায় তোমার শান্তির দূত কর, প্রভু হে, প্রভু হে [গীতাবলী ২২১]।

প্রার্থনা অনুষ্ঠান ও স্মরণ সভা

প্রয়াত গাব্রিয়েল রোজারিও
মৃত্যু: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশিষ্ট সমবায়ী, দি খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা- এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট **শ্রদ্ধেয় গাব্রিয়েল রোজারিও**-এর প্রয়াণে প্রার্থনা অনুষ্ঠান ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, সন্ধ্যা ৬:৩০ মি:
স্থান : তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার ফার্মগেট, ঢাকা।
আপনার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ আশা করছি।
আয়োজনে : কথায় ও কাজে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের দল।

বিজ্ঞ/২২৪/২৪

গত সংখ্যার বাকি অংশ

প্রসঙ্গঃ বাড়ির খেতাবি নাম ও নামকরণের ইতিহাস

সাগর কোড়াইয়া

যারা ঘানি ভাঙ্গিয়ে সরিষার তেল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে কুলু বলা হয়। ভাওয়ালের রাঙ্গামাটিয়া মিশনের ভোলা দেশাই এ কুলু পেশার সাথে জড়িত ছিলেন বিধায় তার বাড়িকে কুলু বাড়ি নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীতে জন দেশাই বোর্ণী ধর্মপল্লীর আদগ্রামে এসে বসতি গড়েন। যদিও তিনি আদগ্রামে এসে এ কুলু পেশার সাথে জড়িত ছিলেন না তথাপি কুলু নামটি প্রচলিত থেকে যায়। জেলেদের পেশা মাছ ধরা; আর মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকার জালের ব্যবহার দেখা যায়। বেলীর বাড়ির কে নাকি বেল জাল দিয়ে মাছ ধরতেন। আর এ বেল জাল ব্যবহারের কারণে সেই বাড়িকে বেলীর বাড়ি নামে ডাকা হয়। বেলীর বাড়ির বুলু রোজারিও দড়িপাড়া থেকে এসে আদগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বুলু রোজারিও নিজেও বেল জাল দিয়ে মাছ ধরতেন বলে শোনা যায়। তোপাইন্নে বাড়ির অবস্থান আদগ্রামে। মার্টিন গ্রেগরী নাগরীতে কোন এক ঝড়ের (তুফান) সময় জন্মগ্রহণ করেন বিধায় তুফান শব্দটি এক সময় তোপাইন্নেতে রূপ লাভ করে তোপাইন্নে বাড়ি হয়ে ওঠে। হাইচ্ছের বাড়ি সংগ্রামপুর গ্রামে। ইগ্নাসিউস গনসালভেস ও সোহাগী পিউরীফিকেশনের বাড়ি ছিলো মঠবাড়ির ভাসানিয়া গ্রামে। তাদের প্রতিবার সন্তান হবার পর মারা যেতো বিধায় প্রতিবেশিরা পরমার্শ দেন যে, সন্তানের ডাক নাম যদি যেমন-তেমন রাখা হয় তবে বাঁচবে। সন্তান হবার পর তারা সন্তানের নাম রাখেন হাছুইন্নে হিলারিয়াস। তবে পরবর্তীতে হাছুইন্নে পছন্দ না হওয়াতে হাইচ্ছে রাখা হয়। ইগ্নাসিউস গনসালভেস মঠবাড়ি থেকে এসে বোর্ণী মিশনের দিঘইর গ্রামে বসতি গড়েছিলেন। শিমন রোজারিও ও মারীয়া পিউরীফিকেশন নাগরীর ধনুন থেকে এসে সংগ্রামপুরে বাড়ি করেন। তাদের সন্তান নিকোলাস রোজারিও বুধবারে জন্মগ্রহণ করায় সবাই নিকোলাসকে বুইদ্দে বলে ডাকতো। পরবর্তীতে ডাক নাম বুইদ্দে খেতাবি নামে রূপ লাভ করে। সংগ্রামপুর গ্রামের নিকোলাস রোজারিও'র অসুস্থতার কারণে পা খোঁড়া হয়ে যাওয়াতে তাকে নেংড়া বলে ডাকা হতো। অতঃপর নেংড়ার বাড়ি। যোসেফ পেরেরা সংগ্রামপুর গ্রামের ঝাড়-জঙ্গলে এসে বসতি গড়াতে ঝাড় থেকে তাকে ঝাইর‍্যা যোসেফ বলে ডাকা হয়। পরবর্তীতে ঝাইর‍্যা যোসেফের বাড়ি।

ভূঁইয়া বাড়ির নামকরণ হয়েছে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে। ভূঁইয়া বাড়ির নামকরণ যার মাধ্যমে হয়েছে তিনি নাকি একবার কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে মাঠে গিয়েছেন। কিন্তু ভুলে গিয়েছে যে লাঙ্গল-জোয়াল তার কাঁধে। তিনি আবার বাড়িতে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতেই স্ত্রী তার কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল দেখিয়ে দিতেই তিনি বলেন, "আমি শুধু ভুইল্লে যাই"। আর এ 'ভুইল্লে' শব্দটি এক সময় অপভ্রংশ হয়ে ভূঁইয়াতে পরিণত হয়। অতঃপর ভূঁইয়া বাড়ি। ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরী থেকে ডাকু ও তারু রোজারিও তাদের বিরাট জনগোষ্ঠী সঙ্গে নিয়ে চামটা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন যা পরবর্তীতে বড়বাড়ি নামে পরিচিতি পায়। চামটা গ্রামের বড়বাড়ির অংশ পরবর্তীতে ছিটকীগাড়ি ও বোর্ণী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। সাধুর বাড়ির অবস্থান বোর্ণী গ্রামে। যোসেফ যার দ্বারা সাধুর বাড়ির নামকরণ নিজেকে তিনি লালন ফকিরের অনুরাগী হিসাবে পরিচয় না দিলেও নিজের মধ্যে চলন-বলন, কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে একটা বৈরাগ্যভাব সব সময় বজায় রাখতেন। সাধু যোসেফ যেহেতু গাছ-গাছড়া ও কবিরাজীর কাজ করতেন তাই তাকে এলাকার সবাই চিনতো। কবিরাজী হিসাবে নামও কামিয়েছিলেন বেশ। পানি পড়া ও গাছ-গাছড়ার ঔষধে তিনি কঠিন রোগও সারিয়ে তুলতে পারতেন। একবার স্বর্গীয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও সাধু যোসেফকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা তুমি যে পানি পড়া দাও এটাতো কাথলিক ধর্মবিরোধী কাজ। উত্তরে সাধু বলেছিলেন, আমি এক প্রভুর প্রার্থনা ও এক প্রণাম মারীয়া বলে পানি পড়ে দেই, এতে রোগী ভালো হয়ে যায় তাতে আমার কি। কথিত রয়েছে যে, একবার ফাদার কান্তনের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে মারাত্মক ক্ষত বা ঘা হয়। কোন চিকিৎসকই ফাদারকে সুস্থ করতে পারছিলো না। ফাদার কান্তনের পায়ের ক্ষত এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যে তাঁর পা কাঁটার উপক্রম হয়েছিলো। আর তাই ফাদার কান্তন নিজ দেশ ইতালীতে যাবার মনস্থির করেন। এই সময় সাধু যোসেফ ফাদার কান্তনকে ভরসা দিয়ে নিজে ফাদারের চিকিৎসা করার বাসনা ব্যক্ত করেন। ফাদার কান্তনও সাধু যোসেফকে অনুমতি দেন। আর এমনই আশ্চর্য যে, সাধু যোসেফের গাছ-গাছাড়ী ও কবিরাজী চিকিৎসায় ফাদার কান্তনের পায়ের ক্ষত একদম সেরে যায়। ফাদার কান্তনও সাধু যোসেফকে পুরস্কারস্বরূপ 'সাধু' নামে আখ্যায়িত করেন। এরপর থেকেই যোসেফ গমেজকে জনসাধারণ সাধু নামে ডাকা শুরু করে। সাধু যোসেফও ফাদার কান্তনকে গুরু বলে মানতেন। নয়া বাড়ি বাগবাচ্চা গ্রামে অবস্থিত। আগুনে ঘর পুড়ে যাওয়ায় নতুন ঘর তৈরী করা হয়েছিলো। যেহেতু বাংলা নতুন শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে নয়া তাই নতুনকে নয়া আর ঘরকে বাড়ি আখ্যায়িত করে নয়াবাড়ি নামকরণ করা হয়। শারীরিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেও অনেকের নামকরণ করা হয়েছে। দ্বারিকুশী গ্রামের বার্ণার্ড কস্তা নাকে নাকে কথা বলতেন বিধায় তার বাড়ির নামকরণ হয় নাহাকুড়ির বাড়ি।

গোপীগো বাড়ির অবস্থান বনপাড়া ধর্মপল্লীর দক্ষিণ বনপাড়া গ্রামে। পূর্বপুরুষ একজন কেউ গল্প বা গপ্প বলতে পারতো বলে গোপীগো বাড়ি নামকরণ হয়। গোপী বাড়ির মনু কস্তা তুমিলিয়া মিশনের পিপ্রাশৈর গ্রাম থেকে এসে বনপাড়াতে বসতি গড়েন। কাইতানু কোড়াইয়া তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পিপ্রাশৈর গ্রাম থেকে বাহিমালী গ্রামে এসে বসতি গড়ে তোলেন। কাইতানু কোড়াইয়ার ছেলে দঙ্গু কোড়াইয়া রামাগাড়ি ইউনিয়নের সরকারী কাচারীতে কাজ করতেন বিধায় স্থানীয় মুসলিমরা সম্মান জানিয়ে দঙ্গু কোড়াইয়াকে মণ্ডল নামে ডাকতো। অতঃপর বাড়ির নাম হয় মণ্ডলবাড়ি। জার্মেইন কোড়াইয়া তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর আড়িখোলা গ্রাম থেকে বাহিমালীতে চলে আসেন। তিনি হেঁটে দূর-দূরান্তে বিচার কাজ, বিবাহের জন্য পাত্র-পাত্রী ঠিক করতে যেতেন বলে হাঁটা শব্দটি আঞ্চলিকতায় আডার বাড়িতে রূপান্তরিত হয়। আন্তনী রোজারিও কথা বলার সময় তোতলাতেন বিধায় বাড়ির নামকরণ হয় থেথড়বাড়ি। আন্তনী রোজারিও মঠবাড়ির উলুখোলা গ্রাম থেকে বাহিমালীতে এসে বসতি গড়েন। বনপাড়া সাববাড়ির নামকরণ বনপাড়াতে বসতি গড়ে তোলার পর হয়েছে। জানা যায় যে, ধনাই ও মনাই রোজারিও দুই ভাই তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলা গ্রাম থেকে কালিকাপুর গ্রামে এসে বসতি গড়েন। বর্তমান সাধু যোসেফের উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর দিক দিয়ে এক সময় প্রমত্তা বড়াল নদ ছিলো। বড়াল নদে বড় বড় জাহাজ ভিড়তো। দুই ভাই ধনাই ও মনাই রোজারিও জাহাজে বিদেশী সাহেবদের রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজ করতেন। যেহেতু সাহেবদের সাথে তাদের উঠাবসা তাই দেখে অনেকে দুই ভাইকে সাহেব ডাকতো। অবশেষে সাহেব শব্দটি সাবে রূপ লাভ করে। বনপাড়াতে বাঘার বাড়ি বেশ জনপ্রিয় এবং বাঘার বাড়ি ভবানীপুর ধর্মপল্লীতেও রয়েছে। পেদ্রু পিউরীফিকেশন দড়িপাড়ায় থাকতে বন্দুক দিয়ে বাঘ মারতে পারেননি বিধায় হাত লাঠি

দিয়ে আঘাত করে বাঘ মারেন। আর তার এই কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে বাঘা ডাকা হতো এবং অতঃপর বাঘার বাড়ি। বনপাড়ার গায়েন বাড়ি বেশ পরিচিত। বনপাড়াতে এখনো পর্যন্ত গায়েন বাড়ির মানুষ গান-বাজনায় বেশ দক্ষ। গায়েন বাড়ি থেকে দুই ভাই আলেকজাণ্ডার ও সুব্রত গমেজ ঠাহুরের বা ঠাকুরের গীত গেয়ে থাকেন।

বোর্ণী ধর্মপল্লীর বৈরাগীবাড়ি ও বনপাড়ার বৈরাগীবাড়ির নামকরণের ইতিহাস এক নয়। বনপাড়ার কালিকাপুরের এ্যালেন রোজারিও একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন; এছাড়া তার গাঞ্জা সেবনের অভ্যাস ছিলো বিধায় তার বাড়ির নাম হয়ে যায় বৈরাগী বাড়ি। এই বৈরাগী বাড়ি ডাঙ্গির বাড়ি নামেও পরিচিত। আইলসেগোবাড়ি চড়াখোলায় যেমন প্রচলিত তেমনি বনপাড়াতে আসার পরও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আইলসেগোবাড়ি নামকরণ হলেও বাস্তবে এই বাড়ির মানুষ একেবারেই অলস নয়। যাদের কৃতকর্মে এই বাড়ির নামকরণ হয় তাদের কেউ একজন মাঠে কঠোর পরিশ্রম করে গাছতলায় ঘুমাচ্ছিলেন। গাছ থেকে পাখি মুখয়বে পায়খানা করে দিলেও বুঝতে পারেননি। আর তাই দেখে কে বা কারা নাকি বললো, এ কোন আইলসেগো! অতঃপর আইলসেগো বাড়ি। যোসেফ রোজারিও'র বাবার নাম চার্লি রোজারিও। মঠবাড়ি ধর্মপল্লীর বাঁশবাড়িতে থাকাকালীন যোসেফ রোজারিও'র অন্যান্য ভাইবোন মারা গেলে কারো পরামর্শে ৮/১০ বছর বয়সে বনপাড়াতে চলে আসেন। অল্প বয়স হওয়াতে কেউ যোসেফ রোজারিও'কে তেমন চিনতো না। তবে যোসেফ রোজারিও ভালো যাত্রাপালা জানতো। অনেক জায়গায় পুরস্কার আনতে গেলে অনেকেই নাকি জিজ্ঞাসা করতো, এই ছেলেটি কে! আর তা শুনে যোসেফ রোজারিও যে বাড়িতে থাকতো সেই বাড়ির মালিক বলতো, এ উমুকের নাতি! এরপর থেকে যে শুরু হয়েছে নাতি অতঃপর নাতির বাড়ি। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে বেনেডিক্ট ক্রুজ (বেন্তু মালী) ২২ বছর মালীর কাজ করেন। পরবর্তীতে বনপাড়া ধর্মপল্লীর কালিকাপুরে এসে বসতি গড়ে তোলেন। বেন্তু মালীর স্ত্রী ফিলোমিনা রোজারিওকে সবাই মালীর স্ত্রী লিঙ্গ মাইল্লানী বলে ডাকতো; অতঃপর মাইল্লানীর বাড়ি রূপ লাভ করে।

ভবানীপুর ধর্মপল্লীতে ছৈয়ালবাড়ি অবস্থিত। আন্তনী কস্তা (পচা) রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ছোট সাতানী গ্রামে ঘর ছাওয়ার কাজ করতেন। আর এই কারণে এ বাড়ির নাম হয় ছৈয়ালবাড়ি। আন্তনী কস্তার ছেলে যোসেফ কস্তা, আগষ্টিন কস্তা, জন কস্তা রাজশাহীতে এসে বোর্ণীর চামটা গ্রামে বসতি করেন। তারপর বনপাড়া বাজারের নিকটে বাড়ি করেন এবং পরবর্তীতে শ্রীখণ্ডি ও ভবানীপুরে বসতি গড়েন। এখানে এসেও ছেলেরা ছৈয়ালী কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। দাশু রোজারিও দড়িপাড়া থেকে ভবানীপুরে এসে বাড়ি করেন। যেহেতু তিনি গাজীপুরের ভাওয়াল থেকে এসে বসতি করেন তাই তাকে বাউল্লে এবং পরবর্তীতে বাউল্লেগোবাড়ি নামকরণ হয়। বোর্ণী ধর্মপল্লীর কুঠিবাড়ি ও বাগবাচ্চাতে বাউল্লেগোবাড়ি রয়েছে। বাঁশি কস্তা তুমিলিয়ার চড়াখোলা থেকে ১৯৪৭/৪৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীখণ্ডিতে এসে বসতি গড়েন। চড়াখোলায় নাকি বিশাল বাড়ি ছিলো। ঘরের টুয়া বা উপরের অংশ এত উঁচুতে ছিলো যে সবাই উপরে তাকিয়ে দেখতো। এছাড়াও টুয়াদের বাড়িতে বড় ফিরিঙ্গি নামক একজন নাকি শারীরিকভাবে অনেক লম্বা (টুয়ার সমান) ছিলেন। সবাই উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতো। আর এ থেকে বাড়ির নামকরণ হয়ে যায় টুয়াগোবাড়ি। বর্তমান প্রজন্মের দুই পুরুষ পূর্বে চড়াখোলা গ্রামে সাত ভাই ছিলো। তাদের মধ্যে এক ভাইয়ের নাম চাঁন্দা। আর সে ভাইয়ের নামানুসারে বাড়ির নামকরণ হয় চাঁন্দাগো বাড়ি। দুই ভাই পেদ্রু পেরেরা শ্রীখণ্ডি ও মনু পেরেরা ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে এসে বসতি গড়েন।

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে মুলাগো বাড়ির অবস্থান। কথিত রয়েছে মুলার বাড়ির লোকজন হিন্দু থেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পরও পুরুষরা দাঁড়ি রাখতো। আর পুরুষদের দেখতে মুসলিম মোল্লাদের মতো মনে হতো। আর তাই দেখে সবাই বলতো মোল্লাগো বাড়ি। অতঃপর মোল্লা শব্দটি মুলাগো বাড়িতে রূপ লাভ করে। মুলাগো বাড়ি নামকরণের আরেকটি কারণ রয়েছে বলে মনে করা হয়। এ বাড়ির লোকজন মুলা চাষ করতো। সমগ্র এলাকায় মুলা পাওয়া না গেলেও এ বাড়িতে মুলা পাওয়া যেতো। কোন শব্দ উচ্চারণে কঠিন মনে হলে শব্দটিকে সহজ করার জন্য বিকৃত উচ্চারণ করতে দেখা যায়। রাঙ্গামাটিয়ার জয়রামবের গ্রামের নরেশ রিবেরুকে নরেশ না ডেকে নরেছ বলে ডাকার কারণে এক সময় নরছেগো বাড়ি হয়ে যায়। ফৈলজানার ডিয়ারপাড়া ও কলিমহলে নরছেগো বাড়ির অবস্থান। রাঙ্গামাটিয়ার জয়রামবের গ্রামের সাব বাড়ির যার কারণে সাববাড়ি নামকরণ সে পূর্বপুরুষ গরু চড়াতে গিয়ে ফাদারদের খ্রিস্টযাগের পোশাকের মতো পোশাক গায়ে জড়িয়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ খেলা খেলেন। তিনি দেখতেও নাকি ছিলেন বিদেশী সাহেবদের মতো। আর মানুষের মধ্যে ফাদারদের সাহেব ডাকারও অভ্যাস ছিলো। তাই তাঁকে সবাই সাহেব ডাকা শুরু করেন। পরবর্তীতে সাহেব সাবে পরিণত হয়। যোসেফ রোজারিও (সাব) ফৈলজানাতে এসে বসতি গড়েন। কথিত রয়েছে যে, হিয়ালবাড়ির কারো অবৈধ সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে গোপনে কবরস্থ করা হয়। পরবর্তীতে জানাজানি হয়ে গেলে প্রচার হয়ে পড়ে যে, শিশুটিকে শিয়ালে নিয়ে গিয়েছে। এরপর থেকে শিয়াল থেকে হিয়াল এবং পরবর্তীতে হিয়ালবাড়ি। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটিয়া থেকে পল কস্তা (পলু) ফৈলজানাতে এসে প্রথম বসতি গড়ে তোলেন। এছাড়াও হিয়ালবাড়ি লাউতিয়া ও মথুরাপুরে রয়েছে। যোসেফ গমেজ, আন্তনী গমেজ ও বার্ণার্ড গমেজ নরেন্দ্রনাথ চাকী নামক একজন হিন্দুর জায়গা-জমি, বাড়ি, গরু-বাছুর ক্রয় করে বসতি গড়ে তোলায় চাকীর বাড়ি নামকরণ হয়।

আদিতে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা মানুষের সহজাত একটি প্রবৃত্তি। অনেক সময় অনেকে আদিতে ফিরে যেতে ভয় পায়। যদি কোন ময়লা-আবর্জনা বেরিয়ে আসে! তবু চিরন্তন সত্য যে, অতীত নিয়ে নাড়াচাড়া না করলে সত্য বেরিয়ে আসে না। আর সে সত্য জানা থেকে সবাই বঞ্চিত হয়। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার ধর্মপল্লীতে অবস্থিত খেতাবি বাড়িগুলোর নামকরণের ইতিহাস রয়েছে। নামকরণগুলো এক একটি ইতিহাস। খেতাবি নামগুলো যেন ব্র্যাণ্ড; যেগুলো আমাদের পরিচয় বহন করে। যদিও নামকরণের ইতিহাসগুলো অনেক সময়ই সুখকর নয়; তবু তো সত্য। আর সে সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াই বরং বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখা দরকার যে, খেতাবি নাম যাই হোক না কেন, মানুষের গুণই নামকে পরিচিতি লাভ করতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র নিজের নামকেই নয় বরং যুগ যুগ ধরে বংশ, বংশধর, পরিবার তথা সমগ্র সমাজকে অন্যের মাঝে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের নমস্য এই পূর্বপুরুষদের চরণে অশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি; কারণ তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও কৃতকর্মের জন্য খেতাবি নামগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। আর এই খেতাবি নামের জোরেই আমরা নিজেদের অন্যের মাঝে পরিচয় দিতে পারি। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার খেতাবি নামের বাড়িগুলোতে গিয়েছি খেতাবি নামকরণের ইতিহাস জানতে। অনেকে ইতিহাস বলতে পেরেছেন আবার অনেকেই কোন ইতিহাসই জানেন না। লোকমুখে খেতাবি নামকরণের ইতিহাস যতটুকু জানতে পেরেছি তা সাজিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। খেতাবি নামকরণের ইতিহাস শুনে ও লেখাটি লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে যেন আমি নিজেই সেই ঘটনার সাথে ছিলাম। যাই হোক এই লেখার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে- সবাইকে তার মূল চিনিয়ে দেওয়া। সবাই উপলব্ধি করুক যে, নিজেকে জানা না থাকলে সবই ব্যর্থ। আর নিজেকে জানতে হলে অতীতে ফিরে যেতে হবেই। বর্তমান প্রজন্ম জানুক তার অতীত। অজস্র শ্রদ্ধা নমস্য পূর্বপুরুষগণ; যাদের জন্য আমরা পরিচয় পেয়েছি!

উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল অভিবাসন শতবর্ষ পূর্তিতে "শতবর্ষের অনুগ্রহ" স্মরণিকায় প্রকাশিত (২৭-২৮ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)

সংসার সুখের হয় বাজারের গুণে

অন্যয় খ্রিষ্টফার কস্তা

মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে এমন কথা কোনোদিন কি শোনা গেছে ? আকাশ ভেঙ্গে পড়লে আর থাকলো কি ? কিন্তু আকাশ থেকে, মানে ওই মহাশূন্য থেকে মহাকাশযান ভেঙ্গে পড়েছে। নাসার একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভেঙ্গে পড়েছে পৃথিবীতে। না, মানুষের মাথায় পড়েনি। পড়েছে সাগরে, রক্ষা মানুষের। সাগরের গর্ভে না পড়ে ভূ-পৃষ্ঠে পড়লে সেটা সত্যিকার অর্থেই মানুষের জন্য মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো দশা হতো। আমাদের দেশই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? আমাদের দেশেও পড়েছে। না মহাকাশযানের ভগ্নাংশ নয়, পড়েছে একটি বরফখণ্ড। সেই বরফ খণ্ডের ওজন ২০ কেজি। চিন্তার বিষয়। এই ২০ কেজি ওজনের বরফখণ্ড কারো মাথায় পড়লে কী হতো?

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েনি, মহাকাশযানের ভগ্নাংশও পড়েনি। তারপরও মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সত্যিকার অর্থেই যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের মাথায়। কোন এক অদৃশ্য চাপে মানুষ যেন চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবে দেখলে মনে হবে, এইতো মানুষ বেশ হাঁটছে, চলছে, বেড়াচ্ছে। বাজার করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু আসলেই কি মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনকে দিব্যি চালিয়ে যেতে পারছে ? একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, কোন কিছুই স্বাভাবিক নেই। অন্দরে উঁকি দিলেই দেখা যাবে সংকুচিত হয়ে আসা জীবনধারা। জানা যাবে, সিংহ ভাগের সংসার চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। চলছে না, আগের মত গতি নেই। কোন ভাবেই আর টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেমন করেই বা সম্ভব ? নিত্যপন্যের মূল্যের উর্ধগতির যে প্রতিযোগিতা তার সাথে পেরে ওঠা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকের বুকেই অত দম নেই। এই দমের সংঙ্গে ট্যাকের ও টাকার সম্পর্কটা খুব গভীর। আগে অনেকেই বাইরের চেহারা দেখে ট্যাকের আকার আকৃতির অনুধাবন করা যেতো না। এখন তা করা যায়। এখন মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়, কার ট্যাকের স্ফীতি কেমন। আজকের দিনে বাজারের যা অবস্থা তাতে সব কিছু সামলে রাখা দায়। বাজারে রোজ জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। ফলে আগের মত হাট বাজার করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের বিপত্তি এখানেই। শুধু বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হলে তবু কথা ছিল। প্রতিযোগিতা এখন অনেক কিছুর সঙ্গে। একদিক দিয়ে বাড়লে চারদিক থেকে বেড়ে যায়। কিছুদিন আগেই সিণ্ডিকেট নামের এক অদৃশ্য ভূতের উপস্থিতির কথা শোনা যেত। বলা হতো, বাজারে সিণ্ডিকেট করে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে। অদৃশ্য সেই ভূতের পাশাপাশি এমন আরো অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে বাজার। এখন যেকোনো একটি জিনিসের দাম বেড়ে গেলেই বাজারের অন্য পণ্যের উপর তার প্রভাব পড়ে। এই কয়েক বছর আগে, বলা নেই, কওয়া নেই বাড়িয়ে দেওয়া হল জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম। প্রভাবটা সরাসরি চলে এল বাজারে। যারা জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম বাড়ানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা হয়তো রবীন্দ্রনাথের "সামান্য ক্ষতি" কবিতাটির কথা মনে রেখেছিলেন। সখিদের নিয়ে "স্নান সমাপন" শেষে ঘরে ফেরার সময় একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল। পথে ছিল গরীব কিছু প্রজার বাড়ি। সেই বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল রাণীর একটু উষ্ণতার জন্য। রাণীর জন্য সেটা সামান্য ক্ষতি হলেও ওই ঝুপড়ি খবের সামান্য মানুষগুলোর জন্য ক্ষতিটা ছিল অসামান্য। সেই রকমই জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম সামান্য বাড়ানো হলেও সাধারণ মানুষের জন্য সেটা যে অসামান্য তা বলার অপেক্ষা নেই। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে তার প্রভাব পড়ে গণপরিবহনে। পরিবহন ব্যয় বেড়ে গেলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। তেল ও সিএনজির দাম যখন বেড়েছে এখন পরিবহন ব্যয় তো বাড়বেই। সেই ব্যয় সংকুলান হবে কেমন করে ?

সাধারণ ভোক্তার পকেট কেটেই সেটা আদায় করে নেওয়া হবে। চলছে দাম বাড়ানের পায়তারা। বাজারে কয়েকটি জিনিস আছে যেগুলোর দাম যখন তখন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ কাজটি আমাদের দেশে যত সহজে করা যায়, অন্য কোথাও বোধ হয় এত সহজ নয়। আমাদের বিকল্প কোন বাজার নেই। মানুষ যে অন্য কোথাও যাবে, তার কোন ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়েই বাজারে যেতে হচ্ছে। আগের দিনের অবস্থাটা এমন ছিল না। সে আসলে স্বল্প খরচে মানুষের দিন চলে যেত। কিন্তু আজকের দিনে তেমনটি হওয়ার আর জো নেই। আজ পথে বের হলেই পয়সা গুনতে হয়। এখন পয়সা খরচের অনেক পথ আছে। আগে এমনটি ছিল না। দৈনিক খরচের হিসাব দেখলে চমকে উঠতে হবে। চোখ কপালে উঠবে অনেকের। আগের দিনের মানুষ এখানে -সেখানে যেতে আগ্রহী ছিল। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল সবার। রীতিমত একটা বার্ষিক রুটিন করা হতো। কখন কোথায় যেতে হবে, তার একটা তালিকা থাকতো। আজকের দিনে মানুষ নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে, স্বজনের খোঁজ রাখার সুযোগ নেই। আজকের দিনে বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলে অনেকেরই মুখ কালো হয়ে যায়। "খাওয়াব কি" এই চিন্তায় কুঞ্চিত হয় কপালের রেখা। কেন এমন হচ্ছে? বাজারের কারণে। বাজারে বেদনার অসুখ ভর করেছে এই বাজারের কারণে। মানুষের মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিয়েছে বাজার।

এক ভদ্রলোকের গল্প বলা যাক। এই নিরীহ

ভদ্রলোক স্বভাবে কোনদিন ঘরকুনো ছিলেন না। ইদানিং হয়েছেন। আগের বন্ধুদের সংগে বেশ চুটিয়ে আড্ডা মারতেন। কিন্তু এমন এড়িয়ে চলেন। আগে মাঝে মধ্যে সিনেমা থিয়েটারে যেতেন। শেষ কবে ও পথ মাড়িয়েছেন, এখন আর মনে করতে পারেন না। সব কিছুই এখন এড়িয়ে চলেন, "নহিলে খরচ বাড়ে"। খরচ বাড়ানোর উপায় নেই। মাসের শুরুতে বেতনের টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। অনেক দিনের অভ্যাস। রোজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীর কাছে হাত পাতেন। স্ত্রী হাতে যেটা তুলে দেন, তাতেই দিনটা কাটিয়ে দেন। ভদ্রলোক একদিন খেয়াল করলেন আগের মতো স্ত্রীর মুখে হাসি নেই। পাত্তা দিলেন না। ভাবলেন দেবতারাও তো নারীর মনের কথা জানতে পারেন না। তিনি স্ত্রীর হাসি লাপাত্তা হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে কি করবেন? কিন্তু কয়েকদিন যেতেই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া গেল না। খাওয়ার টেবিলে আগে যে স্ত্রীকে খুঁজে পেতেন, এখন তাকে পান না। কোথায় যেন প্রানের অভাব। ভদ্রলোক ভাবলেন, এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না। তিনি খুব ভাল করেই জানেন, "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে"। সেই ভরকেন্দ্রটির আকাশ এভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তো সমূহ বিপদ! ভদ্রলোক কারণ খুঁজতে শুরু করলেন। অবশেষে পেয়েও গেলেন। তিনি তো মাসের বেতন পেয়ে স্ত্রীর হাতে টাকা তুলে দিয়ে খালাস। সে টাকায় সংসার চলছে কিনা, সে খবর রাখতে যান না। বাজার করেন স্ত্রী নিজে। বাড়িতে আত্মীয় স্বজন যে আসে না তা নয়। আসে, তাদের আপ্যায়ন করতে হয়। মাসের শুরুতে বাড়ি ভাড়া, ছেলে মেয়েদের স্কুলের বেতন ইত্যাদি দেওয়ার পর হাতে যা থাকে তা দিয়ে কেমন করে চলে সংসার! না, ভদ্রমহিলা তো ম্যাজিক জানে না। তাহলে ? ভদ্রলোকের কাছে সবকিছু দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে গেল। আর চলছে না। বেতনের টাকায় সংসার চালাতে গিয়ে এতদিনের প্রেমময়ী স্ত্রী আজ গোমড়ামুখো। না, এটা দেখা যায় না। ভদ্রলোক সিদ্ধান্ত নিলেন স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে হবে। কেমন করে সেটা সম্ভব ? বাড়িতে টাকার যোগান বাড়াতে হবে। সহজ কোন উপায় খুঁজে বের করে দিতে হবে। বন্ধু উপায় বেড় করে দিলেন। হাতের কাছে টাকা প্রাপ্তির এমন সুযোগ তিনি আগে জানতেন না। আজকাল অফিসে দেখেছেন কিছু কেতাদুরস্ত স্মার্ট তরুণের আনাগোনা। তারা ঋণের পসারী। ভদ্রলোক আগে কোনদিন ঋণ করেননি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, অফিসের অনেকেই আজ ঋণগ্রস্ত। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হলো না তার-যা থাকে কপালে। দেশ চলছে ধারের টাকায়। তিনি তো কোন ছারে! ধরে বসলেন একজনকে। অল্পদিনেই হাতে এসে গেল টাকা। সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন টাকা পকেটে পুরে হাজির হয়ে গেলেন বাড়িতে। পরদিন সকালে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বাজারে গেলেন। মনের মত করে বাজার করলেন। ব্যাগ উজার করে বাজার ঢেলে দিলেন রান্নাঘরের মেঝেতে। দুপুরের মধ্যেই স্ত্রীর মুখে আবার আগের মতই হাসি ফিরেছে। ছেলেমেয়েদেরও হাসি মুখ। স্ত্রী ও সন্তানদের হাসি মুখ দেখে ভদ্রলোক ভাবলেন, পুরনো একটা প্রবাদ এখন পাল্টে দেওয়া দরকার। আগে তো আপনারা শুনেছেন, "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, এমন পাল্টে দিয়ে বলতে হবে, সংসার সুখের হয় বাজারের গুণে।" ঋণ করে হলেও বাজার করতে পেরেছেন বলেইনা ঘরে আনন্দের বন্যা বইছে।

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেডে কিছু সংখ্যক সমবায় এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। নির্বাচিত এজেন্টদের জন্য থাকছে আকর্ষনীয় মাসিক প্রনোদনা এবং নিয়োগ বোনাস ১০০০(এক হাজার) টাকা অথবা সমমানের উপহার। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় দ্রুত যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বি. দ্র. নারী প্রার্থীদের অগ্রাধীকার দেয়া হবে।

যোগাযোগ: ০১৬১১২৪৫২৫৫,
ই-মেইল: bdm.nicl@gmail.com

ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড জেনেটিক প্লাজা (লেভেল-৩), বাড়ি # ১৬, সড়ক # ১৬ (পুরাতন -২৭), ধানমন্ডি,ঢাকা-১২০৯ ফোন: +৮৮০ ৪১০ ২০২৮৯-৯২
মোবা: ০১৯১৩৫২৬৩৬৫, ০১৯১৩৫২৬৩৩৬
ই-মেইল:bdm.nicl@gmail.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

এনেম-অমনি (ENEM-OMNI) কোম্পানিজ এর বিভিন্ন ইউনিটের ব্যবসায়িক ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও নারী কর্মী নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রার্থীদেরকে আগামী ৩০-০৯-২০২৪ তারিখের মধ্যে হালনাগাদ জীবন বৃত্তান্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ই-মেইল: omni@bangla.net এ বা অফিসের ফ্রন্ট ডেস্কে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দেবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ENEM-OMNI COMPANIES
Genetic Plaza (Level 3), House # 16 , Road # 16 (Old 27), Dhanmondi R/A, Dhaka 1209 Phone: +880 410 20289-92

বিজ্ঞ/২২৫/২৪

বানভাসি

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

হঠাৎ ক'রেই বন্যা। এক রকম সতর্কবার্তা ছাড়াই; হুটহাট ক'রে ঢুকে পড়ছে বাঁধভাঙ্গা পানি। শুধু কি তাই? চলছে উপর থেকেও টানা বর্ষণ। কোন বিরাম নেই। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জো নেই। নদী, বিল ছাপিয়ে পানি অথৈ গড়াগড়ি খাচ্ছে মাঠে চলার পথে। দেখতে দেখতেই পানি ক্রমে বাইরের গোয়াল, খড়ের পালা, পশ্চিমের বাঁশঝাড়, দক্ষিণে রহমতের চালাবন পেরিয়ে, এক রকম লাফিয়ে লাফিয়ে সদর উঠান অতিক্রম ক'রে, একেবারে তাদের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছে! চারদিকেই বেয়াদব পানি ছলছল করছে!

অত্র এলাকায় প্রথম পূর্ব দিকে গিরিশ, হরিদাস কাকাদের কেটুন গ্রাম তলিয়ে পানি এসেছে সুবলদের মাল্লা গ্রামে। এই গ্রামটিকেও গ্রাস করে, ঢুকে গেছে ডাকাতিয়া পানি তাহাজুদ্দি, শামসুল চাচাদের টাহরদিয়া গ্রামেও। তারপর রায়েরদিয়া, কুলুন, নগরভেলা কোন গ্রাম আর বাদ রাখেনি এই বিদেশী হানাদার পানি! বালু নদ তো পুরোটাই ভরাট হয়ে আছে। তাই সে এই পানির হঠাৎ প্রবাহকে সামাল দিতে পারছে না। এই এলাকার মত, গোটা দেশ জুড়েই এখন 'জলাতংক' মহামারি বিরাজ করছে মানুষের মাঝে। সকলেই এখন চাইছে বাঁচতে। কবে এই জলদস্যুর করাল কবল থেকে সকলে পরিত্রাণ পাবে, সেটাই মূল দুশ্চিন্তার বিষয়।

সুবলের বাড়ির আঙিনার কলার, পেঁপের বাগান, লাউয়ের মাঁচার তো করুণ দশা! গোয়ালের গরু-বাছুর অসহায় চাহনি নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র, হাঁসগুলো আনন্দে এদিক ওদিক ডুব-সাঁতারে মত্ত হয়ে রয়েছে। মুরগীগুলো বাইরের বাড়ান্দার চৌকির উপর আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সাথে দুটো ছাগলও আছে। পানি বাড়ছে তো বাড়ছেই। আম-কাঁঠালের ডালে ডালে কাকগুলো একটানা কা কা করছে। সুবলের মনে হল, এ সময় এলাকায় যেন হাহাকার বিস্তার লাভ করেছে। সকলই শোকে স্তব্ধ হয়ে আছে! ভোরের দিকে বৃষ্টিটা হালকা হয়ে এসেছে। তবে, সূর্যের দেখা নেই। আকাশ গুমোট কালো হয়ে আছে। যে কোন সময়, শুরু হবে আবার বর্ষণ। এটা নিশ্চিত। এই সুযোগেই, এলাকার সকলের প্রিয় নীলু মাষ্টার এসে হাজির হয়েছেন। তিনি সুবলের গ্রামের মানুষ। প্লাবিত উঠানে এসেই, 'সুবল! ও সুবল' ব'লে ডাক ছাড়েন।

সুবল ছিল ঘরের ভিতর। মেঝের জিনিসপত্র এদিক ওদিক করছে, পানি থেকে রক্ষা করার জন্য। সে বেরিয়ে আসে বারান্দায়।

-নমস্কার স্যার। ভিতরে আসেন।

-নমস্কার। কি গো সুবল। অবস্থা তো ভালো না। ভিতরে এসেই হবে কী? দেখছি, তোমার সবখানেই তো পানি!

-হ্যাঁ স্যার। কী হবে স্যার?

-কী আর হবে? তা তোমার পরিবার কোথায়?

-স্যার। গতকাল তাদের, শ্বশুরবাড়ী রেখে এসেছি।

-কেন? ওখানে কি পানি ওঠে নাই?

-শ্বশুর বাড়িতে এখনও উঠানে ওঠে নাই। তাঁদের ভিটা-বাড়িটা উঁচু তো, তাই।

-দেখ সুবল। যেভাবে পানি বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হচ্ছে তোমার শ্বশুর বাড়ীও রক্ষা পাবে না।

-তো স্যার। এমনটি হলে, কী করতে পারি আমরা?

-ভগবানকে ডাকো। তিনিই আমাদের সবাইকে রক্ষা করবেন।

-স্যার। শুনেছি, এরই মাঝে বান্দাখোলা-কালীগঞ্জের ওই বেড়িবাঁধ নাকি ভেঙ্গে গেছে!

-হ্যাঁ ঠিক তাই। তো সুবল, বেড়িবাঁধ, উঁচু রাস্তা কিছুই এখন আর নেই। সব ছাপিয়ে এই রাক্ষুসে পানি চলে এসেছে আমাদের এদিকেও। দেশের উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব দিক দিয়ে ভারতের পানি বিনা বাঁধায় ঢুকে পড়ছে আমাদের দেশে। সাথে আবার, টানা প্রবল বর্ষণ! দেখেছ, আমাদের ওই বাঁধের কারণে, ঘোর বর্ষা মৌসুমেও যেখানে খেত- খোলা শুকনো থাকতো, এখন সবই বানের পানিতে সয়লাব হয়ে গিয়েছে!

-এখন উপায় কী, স্যার?

-শোন সুবল। তুমি তোমার স্ত্রী-কন্যা আর শ্বশুর বাড়ির সকলের খোঁজ রেখো। মোবাইলে যোগাযোগ রেখো। এদিকে আমরা আমাদের স্কুলঘর আর উলুখোলা বাজার তৈরি ক'রে রেখেছি। আমাদের ইউনিয়নের বারেক চেয়ারম্যান, সকল ওয়ার্ডের মেম্বাররা এবং যুবকরা সকলেই সতর্ক অবস্থায় আছে। তারাও বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। ফোনেও সকলের খোঁজ-খবর রাখছে। তাদের কেউ হয়তো বা তোমার কাছে আসবে। স্বচ্ছল ও অবস্থাপন্ন সবাইকে এবং বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও যাদের সদিচ্ছা আছে, সবাইকে আমরা আহ্বান করছি এ সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আমাদের এলাকার মাটির দেয়ালের ঘর ধ্বসে পড়ার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই দরকার, বিশেষ ক'রে শক্ত-সমর্থ পুরুষ এবং যুবক-যুবতীদের। এখন বানভাসিদের জন্য জরুরী দরকার, নিরাপদ আশ্রয় এবং ত্রাণ। বিশুদ্ধ পানি। বন্যার পরেও দেখা দিতে পারে, কলেরা-ডায়েরিয়াসহ আরও নানান উপসর্গ। তার জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে। দুর্গত মানুষের প্রাণ বাঁচানোই এখন আমাদের মূল যুদ্ধ!

-ঠিক বলেছেন স্যার। তা আপনি ভিতরে আসুন। একটু গুড়-মুড়ি আর পানি মুখে দেন। খুশি হবো স্যার।

-না গো সুবল। অনেক ধন্যবাদ। বাড়ি থেকে, চা-মুড়ি খেয়েই আমি এসেছি। তোমার এই ছাগল, গরু-বাছুর আর মুরগীগুলোর অবস্থা বেগতিক মনে হলে, আমাদের স্কুলের মাঠে রেখে এসো। জানি না, পরে কী হবে। আপাতত সকলের জান-মাল রক্ষার ব্যবস্থা করি তো।

-স্যার। আমার বাড়িতে কিছু গুড়-মুড়ি আছে। স্কুলে আগত বানভাসি, পানিবন্দি মানুষের জন্য আমিও সেগুলো দিতে পারবো।

-হ্যাঁ। ধন্যবাদ সুবল। এ সময়, শুকনো খাবার হাতের কাছে রাখতেই হবে। সাথে বিশুদ্ধ পানিও। স্কুলের আর বাজারের টিউবওয়েল যতক্ষণ পানিতে তলিয়ে না যায়, ততক্ষণ তো ওখান থেকেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা যাবে। রশিদ মেম্বার ও বাবলু মেম্বার আমাদের বলেছেন, তাঁদের ব্যবস্থায় পানির অনেক বোতল আছে। প্রয়োজনে তাঁরা আরও সংগ্রহ করতে পারবেন। মাখন ডাক্তার বলেছেন, পানি বিশুদ্ধকরণ ওষুধ দিতে পারবেন। অবশ্য আমরা তাকে টাকা দেবো। সমস্যা নেই। সব শেষে, সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা তো আছেই। অবশ্য তার জন্য সময় লাগবে।

-হ্যাঁ স্যার। ভগবানই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা সবাই এক আছি। প্রয়োজনে টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করবো আমরা। মানুষের এই বিপদে আমাদের সবাইকেই বানভাসিদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। যার যেমন সামর্থ। এই দুর্যোগে, আমাদের মধ্যকার একতাই একমাত্র শক্তি! আশা করি আমাদের এই বিপদ আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো।

-ঠিক তাই! সুন্দর বলেছ সুবল! তুমি দেখেছ, পুরো দেশ জুড়েই এবার সকলের মাঝে বানভাসিদের রক্ষার জন্য সহযোগিতার মনোভাব বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি আমাদের জন্য বড় সুসংবাদ। দেশের সর্বত্রই স্বচ্ছল মানুষেরা, সাথে যারা দিন এনে দিন খায় এমন হৃদয়বান মানুষেরা, এমনকি শিশুরাও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তাদের পয়সা জমানোর মাটির ব্যাংক নিয়ে এগিয়ে আসছে অসহায় বন্যার্তদের বাঁচাতে। স্বেচ্ছাসেবীরা দূরদূরান্তের জলমগ্ন এলাকায় নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ত্রাণ নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন বানভাসি দুর্গতদের মাঝে! অসহায় মানুষদের সুরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বলা যায় জাতীয় এই দুর্যোগে, সকলেই এগিয়ে আসছেন। এটি খুব ভালো লক্ষণ! আমাদের দেশবাসী সকলের মধ্যে এমন একতা অটুট থাকলে, ভবিষ্যতেও জাতীয় যে কোন উদ্ভূত সমস্যা ও বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারবো আমরা!

-হ্যাঁ স্যার! আমিও তাই বিশ্বাস করি।

- শোন সুবল। তুমি তোমার গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী এদের খাবারের ব্যবস্থা কর।

-হ্যাঁ স্যার। আমি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি।

সুবলের চোখে মুখে পরিতৃপ্তির বিদ্যুৎ খেলে যায়। নীলু মাষ্টার তা লক্ষ্য করেন ঠিকই।

-আচ্ছা সুবল। আমি এবার আসি। তো, আমার মোবাইল নাম্বারটা তুমি রাখো। যতক্ষণ নেট থাকবে, আমি ফোনেই যোগাযোগ রাখবো তোমার সাথে। তোমার নাম্বারটা বল, আমি তোমাকে কল দিচ্ছি।

সুবল তার মোবাইল নাম্বার মাষ্টার মশাইকে বলে। হাতে রক্ষিত নিজের মোবাইলে তিনি সুবলের নাম্বারে কল দেন। শোবার ঘরে কাঠের আলমারির উপর রাখা, সুবলের মোবাইলের রিং বেজে ওঠে।

-ধন্যবাদ স্যার। আপনার নাম্বারটি আমার ফোনে সেভ ক'রে নেব।

-সুবল তোমার স্মার্টনেস দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। তুমি অনেক আধুনিক হয়েছ সুবল! সেই আগের সুবল আর তুমি নও! খুব ভালো! খুব ভালো! যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলাটাও একটা ভালো গুণ!

-আগের সেই দিন কি আর আছে স্যার? স্মার্ট না হয়ে কি উপায় আছে? হাঃ হাঃ হাঃ অনেক ধন্যবাদ স্যার!

-হ্যাঁ সুবল। এ সময় আমি বানভাসি। তুমিও বানভাসি।

-হ্যাঁ স্যার। আপনার বাড়ির কী অবস্থা, তা তো বলেন নাই!

-হ্যাঁ সুবল। আমার বাড়িতেও, গোয়ালে, উঠানে, এমনকি সব ঘরেই একই অবস্থা! পানি! আর পানি! আমার বৃদ্ধ মা-বাবাকে তাই স্কুলে রেখে এসেছি কাল বিকালে। তাঁদের মত যারা বয়সী, অনেকেই উঠে এসেছেন সেখানে। পানি তো বাড়ছেই। এবং আগামী তিন-চার দিনেও অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

-খুব ভালো করেছেন স্যার।

-শোন তুমিও তোমার শ্বশুর-শাশুড়িকে ওই এলাকার স্কুলে বা নিরাপদ স্থানে রেখে আসার কথা বল। সুবল, আমাদের গ্রামের মসজিদের মাইকে সব সময় অবস্থার কথা জানানো হচ্ছে। কোথাও কেহ, বিপদে পড়লে তা যেন সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে জানানো হয় এবং সেখান থেকে সাথে সাথে আমরা সবাই যেন এগিয়ে আসতে পারি, সেই আহ্বান করা হয়েছে। গির্জায় এবং মন্দিরেও বানভাসিদের সার্বক্ষণিক তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

-অনেক ভরসা পাইলাম স্যার!

-ঠিক আছে সুবল। তবে, সাপ থেকে সাবধান থেকো কিন্তু! বানভাসিদের জন্য সাপও কিন্তু বড় ভয়ের কারণ!

-হ্যাঁ স্যার! কপালে থাকলে, সাপ তো ছোবল মারবেই! কথায় বলে, 'বাঘে খায় দেখলে। সাপে কাটে লিখলে!'

খয়েরি রঙের দাঁত বের করে হাসে সুবল। নীলু মাষ্টারের মুখেও সাবলীল হাসি।

-তা ঠিক বলেছ তুমি। তবে মনে রেখো, 'সাবধানতার মাইর নাই!'

-হ্যাঁ স্যার!

-আচ্ছা আসি গো সুবল। দেখেছ, এতক্ষণ ছিলাম আমার কোমরের নিচ পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে সেই পানি, আমার কোমর ছুঁই ছুঁই করছে!

- স্যার! আপনার তো ঠাণ্ডা লাগবে! জ্বরও হতে পারে!

-না গো সুবল, তা আর হবে না। আমার বানভাসি সব মানুষ পানির নিচে তলিয়ে থাকবে, আর আমি শুকনো খাটে বিছানা পেতে আরামে শুয়ে থাকবো, তা হবে না!

-আমারও একই কথা স্যার! তা এখনই আমিও আসি, আপনার সাথে স্যার?

-না গো সুবল। এখন নয়। আগে পানির অবস্থা দেখি। মনে হয়, তোমাকেও আসতে হবে আমাদের সাথে। আমাদের স্কুলে, বাজারে, ইতোমধ্যেই কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে শরণার্থীদের এবং গবাদি পশুদের খাওয়ানোর জন্য কর্মী দরকার হবে। মানুষের খাবারের সাথে, গবাদিপশুর জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এলাকার অনেকেই শুকনো খাবার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি, অনেক খাবার স্কুলে এবং বাজারে চ'লেও এসেছে! তবে, যাদের গবাদি পশু সেখানে থাকবে, মূলতঃ তাদেরকেই খড়-ঘাস যোগাড় করতে হবে।

-শুনে খুবই ভালো লেগেছে স্যার! আমিও আপনাদের সাথে আছি! আগে তো বানভাসি সবাইকে বাঁচাতে হবে !

-ঠিক বলেছ সুবল। ভালোই হল। তোমার পরিবার তো এখন বাড়িতে নেই। ফোনে ডাক দিলেই, চলে এসো তুমি আমাদের স্কুলে। অনেকেই চ'লে এসেছে। তোমার মত আরও অনেকেই, ডাকের অপেক্ষা করছে। আর শোন। বানভাসিদের, তাদের বন্যাকবলিত বাড়ি থেকে, নৌকা, যন্ত্রচালিত বোটে করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে হবে।

-হ্যাঁ স্যার। ততক্ষণে দেখি, আমার গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীদের জন্য কী করা যায়।

-আচ্ছা সুবল। ভালো থাকো। এবার আমি আসি। দেখেছ, পানি কীভাবে বেড়ে চলেছে!

-আমারও তো, আপনার মত একই অবস্থা! আমার বারান্দায়, ঘরেও পানি অনেক উপরে চলে এসেছে! তো আমি আসছি স্কুলে, কিছু গুড়-মুড়ি নিয়ে। সেখানে দেখা হবে আপনার সাথে।

-নিশ্চয়! নিশ্চয়! ভালো থাকো সুবল।

নীলু মাষ্টার ছাতা মাথায় দিয়ে, পানি ভেঙ্গে এগিয়ে যান বড় রাস্তার দিকে। বোধ করি নীলু মাষ্টার তিনি স্বগত নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'এই গ্রামের সেই বড় রাস্তাটি কোথায়?' কার্যতঃ এখন সেটি খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না! হঠাৎ ধেয়ে আসা রাক্ষুসে বানের পানির গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দুদিন আগেই!'

সুবলের মনে হল, শুধু তারাই নয়। গোটা দেশের সকল মানুষ এখন বানভাসি হয়ে হাহাকার করছে! এই অবস্থাতেই সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন এটাই সকলের জন্য পবিত্র দায়িত্ব।

এ সময় সুবলের একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীর কণ্ঠে সুবল যেন শুনতে পাচ্ছে কবিতার পঙক্তি, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে !'

আলোচিত সংবাদ

বাংলাদেশকে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন প্রতিনিধি দলের

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি ব্রেন্ট নেইম্যান ও পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লুসহ ছয় মার্কিন প্রতিনিধি। ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সহায়তার কথা জানিয়েছেন তারা।

রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ বার্তা দেয়া হয়।

ওই পোস্টে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠান গঠন ও উন্নয়ন সহযোগিতার বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন আমাদের প্রতিনিধিদল। যেহেতু বাংলাদেশ আরও ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে, যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে প্রস্তুত।

এদিকে, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক করে মার্কিন প্রতিনিধি দলটি। পরে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের চুক্তি স্বাক্ষর করে দুই দেশ। সাংবাদিকদের ইউএসএইডের উপসহকারী প্রশাসক অঞ্জলি কর জানান, সুশাসন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সামাজিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি খাতে এ অর্থ অনুদান দিলো যুক্তরাষ্ট্র।

ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পেল সেনাবাহিনী

রাজধানীসহ সারা দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার। সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। আগামী দুই মাস (৬০ দিন) এ সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ঢাকাসহ সারা দেশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে গত ১৯ জুলাই দিবাগত রাতে সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও কারফিউ জারি করেছিল তৎকালীন সরকার। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এখনো সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

আইনের এসব ধারা অনুযায়ী একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যা যা করতে পারেন-

-ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার বা গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া এবং হেফাজতে রাখার ক্ষমতা।

- নথিপত্র ইত্যাদির জন্য ডাক ও টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুসন্ধান এবং আটক করার ক্ষমতা।

- শান্তি বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা।

- বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দানের ক্ষমতা।

- জামিনের নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা।

এ ধরনের আরও কিছু ক্ষমতা সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে।

মিথ্যা অপবাদে যুবকের (আকাশ গমেজ) আত্মহত্যা, কোম্পানির শাস্তি দাবি

মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ব্যানারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আকাশের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা অংশ নেন।

তারা জানান, টাস গ্রুপ অব কোম্পানির এসএমএসএ এক্সপ্রেসে কর্মরত ছিলেন আকাশ। ওই প্রতিষ্ঠানের উত্তরা শাখায় কর্মরত অবস্থায় গত জানুয়ারি মাসে তার প্রমোশন (পদোন্নতি) হয়। পরে গত ২৫ আগস্ট তাকে উত্তরা শাখা থেকে বদলি করে বনানী শাখার অর্থ বিভাগে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই গত ১১ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করে জরুরি সভা আহ্বান করে আকাশকে অফিসের সাত লাখ টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে হেনস্তা করা হয়। ওই সময় তার কাছে থাকা ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ, অফিস পরিচয় পত্র এবং দরকারি ডকুমেন্ট জোর করে জব্দ করা হয়। এমনকি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় আকাশ অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। সর্বশেষ কোনো উপায় অন্তর না দেখে ১২ সেপ্টেম্বর চিরকুট লিখে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ব্যক্তিরা বলেন, আকাশের সাথে ১১ তারিখের জরুরি সভায় ঠিক কী ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল, তা আমরা তদন্ত সাপেক্ষে জানতে চাই। তাকে প্রচণ্ড মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। যার দরুন শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগে আটক করে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দোষীদের বিচার না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। ষড়যন্ত্রকারীদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে আমরা অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু বেশি রাজধানীতে, আক্রান্ত বেশি ঢাকার বাইরে

রাজধানীসহ সারা দেশে বাড়ছে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। শুধু রাজধানী ঢাকা নয়, এবার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে অন্যান্য শহরেও। এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর ৫৫ শতাংশই ঢাকার বাইরে। তবে শতকরা ৫৭ শতাংশ মৃত্যু ঘটেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে।

তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৩৪২ জন। এর মধ্যে রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনে ৮ হাজার ৬৯৯ জন। এছাড়া রাজধানীর দুই সিটি এলাকার বাইরে ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগে ১০ হাজার ৬৪৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আর ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৃত ১০৮ জনের মধ্যে দুই সিটিতে ৭২ জন এবং রাজধানীর বাইরে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছর এই সময় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫৬২, আর মৃত্যু ৮০৪। তবে গত বছরের আক্রান্তের বিবেচনায় মৃত্যুর হার ছিল দশমিক ৪৯ শতাংশ। আর চলতি বছরে এ হার দশমিক ৫৬ শতাংশ। অর্থাৎ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যু অধিক হয়েছে।

গাজা যুদ্ধের ইতি টানতে বললেন কমলা

মার্কিন ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিস গাজা যুদ্ধের ইতি টানতে বলেছেন। একই সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে চলমান এই সংঘাতের অবসান হলে ইসরায়েল যেন ফিলিস্তিনি অঞ্চল পুনরায় দখল না করে সে কথাও বলেন তিনি।

স্থানীয় সময় (১৭ সেপ্টেম্বর) ফিলাডেলফিয়ায় ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ব্ল্যাক জার্নালিস্টসের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের হামাস যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি, দ্বিরাষ্ট্র সমাধান এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

প্রশ্নের জবাবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেন, আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছি, এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়া সবার স্বার্থের জন্য প্রয়োজন।

গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা ছাড়াও প্রায় ২৫০ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে বন্দী করে গাজায় নিয়ে আসে হামাস। একই দিন থেকে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা করে আসছে ইসরায়েল। এরই মধ্যে তাদের হামলায় ৪১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

-তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ।

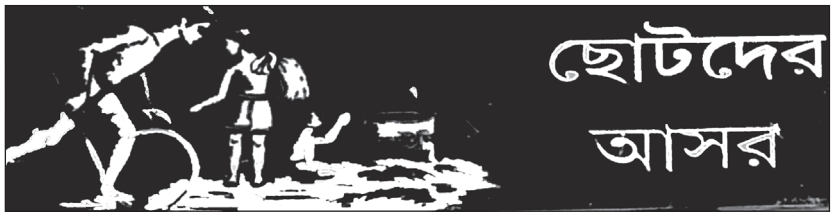

ভালোবাসার উপলব্ধি

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই

ছোট্ট একটি পরিবার। পরিবারে অর্থী বাবার অত্যন্ত আদরের ও কাছের। অর্থীকে ঘিরে বাবা - মায়ের আনন্দ, সুখ, দুঃখ কষ্টকে ভাগ করে নেওয়া। অর্থীর জন্মটা বলতে গেলে বাবার ভাগ্যটা বদলে দেয়। অর্থাৎ অর্থীর জন্মের আগে তার বাবা যে কোম্পানীতে চাকুরী করতেন সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাবার চাকুরীটা আর থাকে না। তখন অর্থীর মা তার স্বামীকে একজন পরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলতে বলেন চাকুরীর ব্যাপারে। অর্থীর বাবা কিছুটা ইতঃস্তত করে হলেও লোকটির সাথে কথা বলেন এবং ভাগ্যবশত চাকুরী পেয়ে গেলেন। এতে করে তাদের সংসারে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলো। অর্থীর জন্মের পরই কিন্তু তার বাবা চাকুরীটা পান। উল্লেখ্য যে, তার বাবা প্রতিদিন আসা-যাওয়া করে কাজ করতেন। প্রতিদিন সকালে তার মা কাক ডাকা ভোরে উঠে রান্না করে দিতেন। কিন্তু ছোট্ট অর্থী প্রতিদিন বাবার আগে তার খাবার চাই, এবং বাবার সাথে সে ভাত খাবেই। তার মা তাড়াহুড়ো করতেন প্রায়ই মেয়েকে বলতেন তুমি পরে খাও কিন্তু সে শুনবেই না, খাবারে আগে সে ভাগ বসাবেই। আর ভালোবাসার বাবা বলতেন- আগে ওকে দাও। আর মা বাধ্য হয়ে মেয়েকেই আগে দিতেন। তারপর বাবা খেয়ে কাজে যেতেন। অর্থী ও তার বাবার মধ্যে এটা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

না বললে ভুল হবে, বাবা ও তার মেয়ের মধ্যে বন্ধনটা খুব ভালোবাসা মিশ্রিত ছিল। অর্থীকে কিন্তু তার মা কোন কাজের কথা বলতে পারতেন না, একটা কাজের কথা বললেই বাবা বলতেন কেন ওকে কাজের কথা বলছ, ওর কি পড়াশোনা নেই? অর্থী খুব ভাল ছিল পড়াশোনায়। মনে হতে পারে অর্থী তো ছোট তাহলে এত কম বয়সে পড়াশোনা আসলে অর্থী অনেকটা বড় হয়েও ছোট বেলার অভ্যাসটা রেখেছিল। ধীরে ধীরে ছোট্ট সেই মেয়েটি বড় হয় এবং বুঝতে শিখে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে পরিপক্কতা লাভে সক্ষম হয়ে ওঠে। ভাই-বোনদের সবার প্রিয় ছিল অর্থী। শুধু কি তাই? এই মিষ্টি মেয়েটাই একমাত্র বাবাকে শাসন করতে পারত, সমস্ত বায়না ধরতে পারত, আর যা চাইত তাই পেতো। ভাইবোনেরা চেষ্টা করত বোনের চাহিদা পূরনের জন্য।

এই ছোট্ট মেয়েটি পরিবারে অভাব কি বুঝতই না। কারণ তার বড় হওয়াটা অন্য ভাইবোনদের চেয়ে আলাদা ছিল। হ্যাঁ, এটা সম্ভব যদি পরিবারে বন্ধনটা অটুট থাকে। সুখ-দুঃখ দু'টোই থাকবে কিন্তু জীবন তো এভাবেই চলমান। চলার পথ কখনো মসৃণ হয় না। তবুও আমরা এগিয়ে যাই। জীবনে থেমে না থাকাটা হলো বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থীও একই ভাবে জীবন নামের রেলগাড়ীটাকে জীবন সঙ্গী করে লক্ষ্যে পৌঁছতে সামনে এগিয়ে যায়। দেখতে দেখতে অনেকটা সময়, মাস, বছর কেটে যায় অর্থী ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। একটা সময় বাবা চাকুরী থেকে অবসর নেন আর তখন ভাইদের ভালোবাসা আর সহযোগিতা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যের অভিমুখে।

সত্যি আমরা যদি পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসী, পাশে থাকি, সুখে-দুঃখে একসাথে পথ চলি তাহলে যতই কষ্ট আসুক না কেন কোনদিন কোন বাঁধাই আমাদের ছুঁতে পারবে না। পরিবার হবে একটা সুখের রাজ্য। আর তাই ভালোবাসাটা হতে হবে মিষ্টি মধুর যেমনটা ছিল অর্থী ও তার বাবার।

অনাহারী

সপ্তর্ষি

শোন ভাই ঐ কান্নার আওয়াজ গরীবের ঘরে
সারাদিন রান্না হয়নি চাল-ডালের অভাবে।
ক্ষুধার জ্বালায় করছে সবাই করুণ হাহাকার
কেউ নেই পাশে তাদের অন্ন তুলে দেবার।
সারাদিন কাজ-কর্ম করে চড়া রোদে পুড়ে
দিনের শেষে বাড়ী ফিরে অল্প চাল-ডাল নিয়ে।
নুন আনতে পান্তা ফুরায় এই অবস্থা যাদের
মাংস পোলাও মত খাবার সখ কিসে তাদের।
ভাল মন্দ খেয়ে দেয়ে বেশ সুখে আছ যারা
অনাহারীর মুখে দাওনা গো তুলে অন্নটা তারা।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
নাম : অনন্যা রোজারিও
শ্রেণি : ৭ম

রায়ের দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
নাম : অরিন রোজারিও
শ্রেণি : ৭ম (ক)

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রভুতে আশা রাখো, তুমি ক্লান্ত হবে না

বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বার্তা

৩৯তম বিশ্ব যুবদিবস উপলক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর পোপ মহোদয় বিশ্বব্যাপি যুবকদের জন্য বাণী রেখেছেন। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আশা বিষয়টিকে কেন্দ্রে রেখে মূলভাব নির্ধারণ করা হয়েছে: যারা প্রভুতে আশা রাখে তারা দৌঁড়াবে কিন্তু ক্লান্ত হবে না। তাঁর বাণীতে পুণ্যপিতা যুবকদেরকে তাদের জীবনকে একটি তীর্থযাত্রা রূপে দেখতে, ক্লান্তিকর হলেও সুখের সন্ধান করতে উৎসাহিত করেন। পোপ মহোদয় আরো বলেন, এই যাত্রায় আশার আলো আরো উজ্জ্বলতর হতে হবে।

যারা প্রভুতে আশা রাখে তারা ক্লান্ত হয় না

যুবকেরা যেসকল কঠিনতা মোকাবেলা করে তার আলোকে পোপ ফ্রান্সিস তা সংরক্ষণে রাখতে যুবকদেরকে উৎসাহিত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আশা শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় কোন অনুভূতি নয় কিন্তু একটি সক্রিয় শক্তি যা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে চলতে তাড়িত করে, যেহেতু এই উপহারটি আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি। জীবন সংগ্রামে যে ক্লান্তি-শ্রান্তি আসবে তা-ও তুলে ধরেন পোপ মহোদয়। যারা অর্থপূর্ণ যাত্রা করে তাদের সকলের জন্যই ক্লান্তি স্বাভাবিক কিন্তু এই ধরণের ক্লান্তির সমাধান বিশ্রামে নয় বরং 'আশার তীর্থযাত্রী হওয়ার' মধ্যে পাওয়া যায়। স্থবিরতার (সে অবস্থা যেখানে লোকেরা নড়াচড়া না করে এক জায়গাতেই থাকে) বিরুদ্ধে সতর্ক করে পোপ মহোদয় যুবকদেরকে তাদের জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন।

খ্রিস্টপ্রসাদ স্বর্গে যাবার হাইওয়ে

যুবকদের যাত্রাকে পোপ মহোদয় বাইবেলে বর্ণিত ইস্রায়েল জাতির মরুভূমিতে যাত্রার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি তাদেরকে আশ্বস্থ করে বলেন, সংকট ও নিরাশার সময়েও ঈশ্বর তাঁর লোকদের পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু একজন প্রেমময় পিতার ন্যায় তিনি তাঁর উপস্থিতি দিয়ে তাদের যত্ন নেন যেমনটি তিনি মান্না সরবরাহ করে মরুভূমিতে ইস্রায়েলীয়দের জন্য করেছিলেন। এই আলোকে পোপ মহোদয় যুবকদেরকে 'খ্রিস্টপ্রসাদ স্বর্গে যাবার হাইওয়ে' তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত যে অমূল্য উপহার তা পুনঃআবিষ্কার করতে উদাত্ত আহ্বান করেন।

ভ্রমণকারী নয় কিন্তু তীর্থযাত্রী

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জুবিলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পোপ আশা করছেন আসন্ন জুবিলী উদযাপন যুবকদের জন্য একটি সুযোগ নিয়ে আসবে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক গভীর এবং ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা অভিজ্ঞতা করার। জুবিলীতে যাত্রা শুধু শারীরিকভাবে নয় আধ্যাত্মিকভাবেও এক কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পোপ মহোদয় সকলকে আমন্ত্রণ জানান শুধুমাত্র ভ্রমণকারী নয় সত্যিকারভাবে তীর্থযাত্রী হিসেবে জুবিলীতে অংশ নিতে। যুবকদেরকে সাহসী ও উৎসাহী হতে বলেন যেমনটি মা মারীয়া তাঁর যাত্রাতে রেখেছিলেন।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল আর যেন সমাধিক্ষেত্র না হয়

যুবাদের উদ্দেশ্যে পোপ ফ্রান্সিস

'আশার তীর্থযাত্রী, শান্তির নির্মাতা' শিরোনামে তিরানাতে "Med24" মিটিং এ অংশগ্রহণকারীদের জন্য পোপ মহোদয় এক ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন। যেখানে তিনি জুবিলী বছরের মূলভাবের দিকে ইঙ্গিত করে আলবেনিয়া এবং বৃহত্তর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যুবকদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত গঠনে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়া পরিদর্শনে গিয়ে পোপ মহোদয় তাঁর আনন্দ প্রকাশের সাথে সাথে ঐ দেশ ও দেশের জনগণকে 'বহুমুখে ও সাহসে সম্মিলিত একটি জনগোষ্ঠী' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। যুবকদেরকে বলেন, তোমরা হলে আলবেনিয়ার নতুন প্রজন্ম এবং তোমরাই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ভবিষ্যত।

একত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো: মিটিং এর শিরোনাম আশা ও শান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে পোপ মহোদয় বলেন, ইচ্ছা এবং বাস্তবধর্মী কাজ এ দু'য়ের সম্মিলিত প্রয়াসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। 'আমরা সকলেই আশার তীর্থযাত্রী, সত্য অন্বেষণে হাঁটছি, বিশ্বাসে জীবনযাপন করছি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করছি - কেননা শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।' ঈশ্বর আমাদের সকলকে ভালোবাসেন এবং কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেন না - মিটিং এ অংশগ্রহণকারী যুবাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করেন। ভূমধ্যসাগরের পাঁচটি উপকূলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভব থেকেই বিরোধ ও মারাত্মক উদাসীনতার জন্য সর্বোত্তম উত্তর দেওয়া সম্ভব। যুবকদেরকে উৎসাহিত করেন তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য স্বীকার করে তারা যেন যুগের লক্ষণ বুঝতে শিখে।

বৈচিত্র্যে একতা: একতা মানে নয় একরূপতা; তোমাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যতার প্রকাশ ঈশ্বরের একটি উপহার। তাই বৈচিত্র্যতার মাঝে একতা প্রয়োজন, বলেন পোপ মহোদয়। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষেরা শ্রদ্ধা ও সহযোগিতায় যেভাবে বসবাস করতেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধির জোর আহ্বান জানান পুণ্যপিতা। বিশেষত প্রান্তিক ও দুর্বলদের তথা অভিবাসী ও উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় বাস্তুচ্যুতদের দুর্দশার দিকে মনোযোগ দিতে বলেন। এইভাবে যুবকদেরকে 'উদাসীনতার সংস্কৃতি' ত্যাগ করে 'যত্ন, বন্ধুত্ব ও সংহতির সংস্কৃতি' গ্রহণের আহ্বান রাখেন।

ভূমধ্যসাগরীয় সংযোগ: পোপ মহোদয় ভূমধ্যসাগরকে একটি 'সুন্দর উদ্যানের' সাথে তুলনা করেছেন যা তার উপকূলে বসবাসকারীদেরকে সংযুক্ত করে। 'ভূমধ্যসাগর আপনাকে সংযুক্ত করে'। সাগর ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সহভাগিতামূলক দায়িত্বের প্রতীক। ধন্যা মারীরা টাচি যিনি ২২ বছর বয়সে সহিংসতা প্রতিরোধে ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে নিজের জীবন দিয়েছেন তার কথাও তুলে আনেন। এদের সাহস, যুবকেরা, এমন একটি জীবন্ত সাক্ষী যা আমাদের মানবতাকে বিকৃতকারী সমস্ত সহিংসতা প্রতিরোধ করতে তোমার প্রতিশ্রুতিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

তথ্যসূত্র: ভাতিকান

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হল পালকীয় কর্মশালা

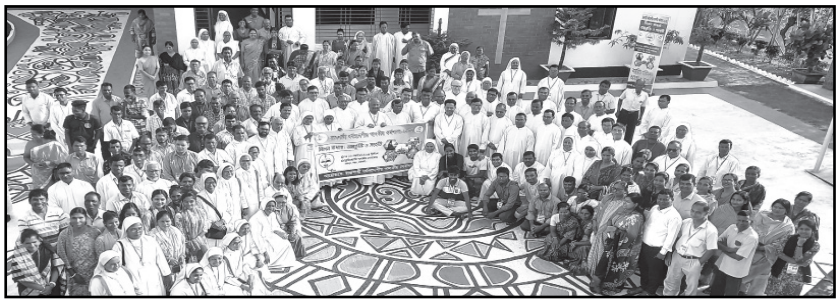

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশ পালকীয় কর্মশালায় "মিলন সাধনা: অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি" মূলভাবের ওপর ধ্যান-প্রার্থনা ও আলাপ-আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তসহ ২১৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, 'অন্তর্ভুক্তি' ও 'সংহতি' ছাড়া প্রকৃত মিলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়; এই মিলনের ভিত্তি হলো যিশুর ভালবাসা: জীবনদানের ভালবাসা, মুক্ত ও যুক্ত করার ভালোবাসা। আমরা যেন যিশুর শেখানো 'ঐক্য' বা 'একতা' ও 'মিলন' গড়ে তুলে আদিমণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তদের মত হতে পারি।

বিশপ মহোদয়ের পালকীয় পত্র "মিলন সাধনা: অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি" মূলভাবের ওপর তিনটি প্রশ্নের আলোকে ধর্মপল্লী থেকে প্রদত্ত উত্তরের সারমর্ম উপস্থাপন করা হয়। সারমর্মের উপস্থাপনে ধর্মপল্লীতে মিলন সাধনা, অন্তর্ভুক্তি, সংহতি স্থাপনের সমস্যা এবং কিভাবে জনগণের অংশগ্রহণে মিলন স্থাপন করা যায় তা উঠে আসে। বিশপ মহোদয়ের পালকীয় পত্রের আলোকে 'অন্তর্ভুক্তি' বিষয়ে আলোচনা করেন অসীম ক্রুশ, কর্মসূচী কর্মকর্তা, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল এবং 'সংহতি' বিষয়ে সিস্টার দিপালী মনিকা আরেং এসএসএমআই।

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা 'মিলন সাধনা' বিষয়ে বলেন, পালকীয় পত্রের আহ্বান হলো 'সিনোডাল মণ্ডলী' হয়ে উঠা অর্থাৎ মিলন (Communion), অংশগ্রহণ (Participation) ও প্রেরণকার্যে (Mission) আরো সক্রিয়, সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠা। 'মিলন সাধনা' একটি চলমান প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা; যার মধ্য দিয়ে পারস্পারিক মিলন বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব।

আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণের পর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কর্মশালার 'প্রেরণ বিবৃতি' উপস্থাপন করা হয়। প্রেরণ বিবৃতির দর্শন 'মিলন সাধনা: অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি' এ মূলনীতির আলোকে সক্রিয় ও স্বাবলম্বী স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলা' এবং প্রেরণ হিসাবে নেওয়া হয় 'রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্তের অংশগ্রহণে মিলন সমাজ গঠন'।

পবিত্র শিশু মঙ্গল সেমিনার ও গঠন প্রশিক্ষণ

মিসেস সুমা রিবেরু: "শিশুরাই শিশুদের সাহায্য করে" Children help children এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর জয়রামবের গ্রামে ভেলেঙ্কাণী মা মারীয়ার চ্যাপেলে ১৪০ জন শিশু, ৭০ জন অভিভাবক, ৮ জন শিশু এনিমেটর, ৫ জন ফাদার ও ২ জন সিস্টারসহ মোট ২২৩ জনের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী পবিত্র শিশু মঙ্গল সেমিনার ও গঠন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রথমেই বাইবেল স্থাপন, শিশুদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়। "শিশুরাই শিশুদের সাহায্য করে" এই মূলসুরের উপর ভিডিও প্রদর্শন ও স্লাইডের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোকপাত করেন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি। তিনি বলেন, "শিশুরাই শিশুদের নিকট বাণী প্রচারের উত্তম মাধ্যম। তাই প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, দান ও সেবাকাজের মাধ্যমে শিশুরা শিশুদের সাহায্য করতে পারে।" শিশুদের বাইবেল ও ধর্মশিক্ষা এই বিষয়ে ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন ফাদার তুষার গমেজ। মি সুবীর কোড়াইয়া বাইবেলে শিশু সুরক্ষার বিষয়ে সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখা করেন ও বাইবেল কুইজের মাধ্যমে শিশুদের অনুপ্রাণিত করেন। "শিশুরা বাবা-মায়ের নিকট যা দেখে, তাই শেখে" এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের শিক্ষা সচেতনতা ও নৈতিক আচার-আচরণে সচেতন হতে অনুপ্রাণিত করেন পালপুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ। এই সেমিনারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিশুদের বর্ণাঢ্য র‍্যালীর মাধ্যমে বাজনার তালে তালে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক স্লোগানে গ্রামের স্নিগ্ধ পরিবেশকে ক্ষণিকের জন্য মুখরিত করা। "শিশু দিবসের আলো, শিশুদের মাঝে জ্বালো। দিন বদলের বইছে হাওয়া, শিক্ষা মোদের প্রথম চাওয়া। বাইবেলের উক্তি, পালন করলে মুক্তি। এমন আরও স্লোগনে শিশুদের উজ্জীবিত করা হয়।

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ক্রুশ এর বিশেষ খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে শিশুদেরকে ভেলেঙ্কানী মায়ের পর্ব উৎসবের জন্য আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং প্রত্যেক পরিবারে একটি করে মঙ্গলবার্তা বাইবেল উপহার দেয়া হয়। পরিশেষে, শিশুদের ভিতর থেকে ভয়, লজ্জা দূর করে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেমিনারের পরিসমাপ্তি করা হয়।

পোপ মহোদয়ের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক
Pope's Worldwide Prayer Network (PWPN)

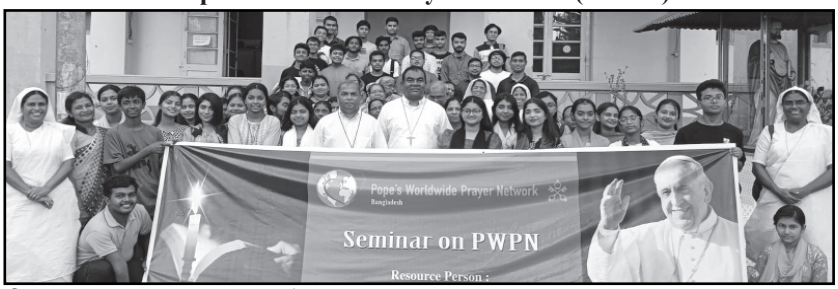

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১০ সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী, বরিশালে Pope's Worldwide Prayer Network (PWPN) এর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত সেমিনার শুরু করা হয়। সেমিনারের বক্তা ছিলেন ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি। তিনি PWPN কি, ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন PWPN একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা পোপের দপ্তর থেকে পরিচালিত হয়। তিনি এর পরিচয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মিশন নিয়ে আলোচনা করেন ও কিভাবে এতে অংশগ্রহণ করে প্রসার ঘটানো যায় তার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এই ম্যুভসেন্ট বিশ্বব্যাপী পোপ মহোদয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করে। উক্ত সেমিনারে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ২ জন ফাদার, ৪ জন এলএইচসি সিস্টার, ৩ জন হলিক্রশ ব্রাদার সহ ৭০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বিশপ মহোদয় PWPN এর উপর গুরুত্বারোপ করেন ও এতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে বরিশাল ধর্মপ্রদেশ PWPN যাত্রা শুরু করে, যা বিশ্বের ৯০টি দেশের ১৫ কোটির বেশি অংশগ্রহণকারীর সাথে যুক্ত হয়ে ডাইওসিসের জন্য নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালা ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদানে শিশু এনিমেটরদের ভূমিকা" - এই মূলসুরের আলোকে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ঢাকার আর্চবিশপস হাউজে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের শিশু এনিমেটরদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শুরুতেই ছিল নিবন্ধন ও সকালের নাস্তা। এরপর পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং ফাদার লিয়ন রোজারিও। ফাদার উপদেশে শিশু এনিমেটরদের শিশুমঙ্গল সংঘের মধ্য দিয়ে শিশুদের গঠন দানের জন্য প্রশংসা ও উৎসাহিত করেন এবং শিশুদের শিশুকাল থেকেই বিশ্বাসের গঠনদান ও প্রার্থনার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর কর্মশালার প্রধান বক্তা ফাদার প্রলয় ডি' ক্রুশ মূলসুরের উপর প্রজেক্টরের মাধ্যমে চমৎকার উপস্থাপনা রাখেন। এরপর এনিমেটরদের ৬টি দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ করানো হয়। দলীয় কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং টিফিন বিরতির পর ৪টি অঞ্চল থেকে ৪জন এনিমেটর প্রার্থনা ও বিশ্বাসের জীবনের উপর খুব সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেন। সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ-এর পরিচালনায় ৪টি দলে বাইবেল কুইজ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া পুরস্কার প্রদান করেন এবং অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ধর্মীয় ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করেন। ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্য দিয়ে শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালার শুভ সমাপ্তি ঘটে। কর্মশালায় ৮৮ জন এনিমেটর, ৮ জন সিস্টার এবং ৫ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন।

কাজিপাড়া গির্জার প্রতিপালিকা সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব উদযাপন

লর্ড রোজারিও: গত ৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার মুন্ডুমালা ধর্মপল্লীর কাজিপাড়া গির্জার প্রতিপালিকা সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব পালন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল অতিথি বৃন্দকে সান্তালী কৃষ্টিতে বরণ ও খ্রিস্টযাগ। পর্বীয় মহা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মুশরইল সাধু পিতর সেমিনারির পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ ফাউস্তিনো মারান্ডী এবং তাকে সহায়তা করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, মুন্ডুমালা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার বার্নাড টুডু, ফাদার দানিয়েল রোজারিও ও ফাদার অনিল মারান্ডী। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টার, সেমিনারীয়ান সহ প্রায় ৩০০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

খ্রিস্টযাগে উপদেশ বানীতে ফাদার দানিয়েল রোজারিও বলেন, "মাদার তেরেসা যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন অনেক নম্র একজন মানুষ। অনেক মানুষের সেবা করে তিনি ধন্য হয়েছেন। আমাদেরকেও সাধ্বী মাদার তেরেজার আদর্শ নিয়ে জীবনযাপন করতে হবে।"

খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার বার্ণাড টুডু বলেন,"মাদার তেরেজা তার জীবনের বড় বড় অর্জন দরিদ্রদের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েও দরিদ্রদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আমরাও পারি অন্যদের দুঃখে সাহায্য সহযোগিতা করতে। ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছাও অভিনন্দন জানান।

খ্রিস্টযাগের পরে সকলের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী সকলকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

স্বর্গধামে যাত্রার এগারো বছর

মা

'মা নাই গৃহে যার
সংসার অরণ্য তার,
দেখিলে মায়ের মুখ
দূর হয় সব দুঃখ।'

প্রয়াত যোসফিন ডি'কস্তা
জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর

প্রিয় মা,

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আবার এসেছে সেই বেদনাবিধূর ২২ সেপ্টেম্বর। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের এই তারিখে রবিবাসরীয় পবিত্র দিনে খ্রিস্টযাগের উৎসর্গ চলাকালীন সময়ে তুমি সকলের অজান্তে আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরম পিতার গৃহে চলে গেছ। আমরা বিশ্বাস করি তুমি পরম পিতার কোলে শান্তিতেই আছ। মা, এই ছয়টি বছরে একটু ক্ষণের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি। তোমার কঠিন ও স্নেহময়ী ভালোবাসা সর্বদাই আমাদের তাড়িত করে বেড়ায়। তোমার প্রার্থনাপূর্ণ জীবন বিশেষভাবে নিশি রাত্রের প্রার্থনার অভ্যাস প্রতি নিশিতে তোমাকে আমাদের সাথে একত্রিত করে। তোমার অপরিসীম ভালোবাসায় স্বর্গীয় পিতার আশীর্বাদে আমরা বাবাকে নিয়ে বেঁচে আছি তোমার অজস্র স্মৃতি নিয়ে। মা, স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা তোমার আদর্শ অনুসরণ করে সর্বদা ঈশ্বরের পথে চলতে পারি এবং একদিন তোমার সাথে পরম পিতার কোলে স্থান পেতে পারি।

শোকাহত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের পক্ষে
স্বামী : মাথিয়াস ডি'কস্তা

বিজ্ঞ/২২২/২৪

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব- ২০২৪

Golden Jubilee

সম্মানিত সুধী,

আসছে আগামী ২৯ ও ৩০ নভেম্বর সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ-এর সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২৪ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। **রেজিস্ট্রেশন চলবে ১৪ই নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।**

অনুষ্ঠান : ২৯/১১/২০২৪ (বর্তমান ছাত্রীদের)
৩০/১১/২০২৪ (প্রাক্তন ছাত্রীদের)

যোগাযোগের ঠিকানা
সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ
হাসনাবাদ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা
মোবাইল নম্বর : +৮৮০১৮০৪২৩০৫৯২ (নগদ হিসাব নম্বর)
ই-মেইল : **euphrasiejubilee@gmail.com**

বিজ্ঞ/২২৬/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 34
Regd. No. DA-33
❖ 22 - 28 September, 2024, ৭ - ১৩ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

বুক্‌ড

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org